৩১৩৭।
১১/১২
২৬৫৯
৪

ওঁ

তত্ত্ব-নিরূপণ

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

মিশ্রীভূত-মিবানেন দেহেনোপহতাত্মনা।
ব্যক্তীকৃত্য স্বমাত্মানং স্বস্থা ভবত মা চিরম্॥
—যোগবাসিষ্ঠ, উপ০ ৫।২৪।

দেহাভিমান-পাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহংজ্ঞান-খড়্গেন তন্নিঃ কৃত্য সুখী ভব॥
—অষ্টাবক্রসংহিতা, ১।১৪।

লেখক:

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ

শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

অভ্যাসাৎ হৃদি রূঢ়েন সত্যসম্বোধবহ্নিনা।
নির্দ্দগ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি ॥
দগ্ধন্তু বাসনাবীজং ন নিমজ্জতি বস্তুষু।
সুখদুঃখাদিষু স্বচ্ছং পদ্মপত্রমিবাম্ভসি ॥

—বাশিষ্ঠ গীতা, ৫৭।১০,১১।

—'শ্রবণমননাদি অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত কর, করিয়া বাসনা-বীজ অবশেষ না রাখিয়া দগ্ধ কর। বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না। যে মনের বাসনা-বীজ দগ্ধ হইয়াছে সেই মন স্বচ্ছ হইয়াছে। বাসনাশূন্য নির্ম্মল মন, জলে পদ্মপত্রের ন্যায় সুখদুঃখাদি কোন বিষয়ে আর নিমজ্জিত হয় না।'

ওঁ

11/1~

তত্ত্ব-নিরূপণ

"সর্ব্বসঙ্কল্পসংশান্তৌ প্রশান্তঘনবাসসম্
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যত্তদ্ব্রহ্মপদং বিদুঃ ॥"
(যোগবাসিষ্ঠ, নি০ পূ০ ৫৩।২২)

সমস্ত সঙ্কল্পের সম্যক্‌রূপে শান্তি হইলে, যখন বাসনারাশি শান্ত হয় এবং চিত্তে কোনও প্রকার ভাবনা আর থাকে না, তখনই চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া যায় অর্থাৎ চিত্তক্ষয় হয় অর্থাৎ চিত্তের সত্তা যে ব্রহ্ম তাঁহারই উদয় হয়।

লেখক :
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা—এক টাকা

প্রকাশক—
পণ্ডিত শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়
বিদ্যানিধি, নিষ্ঠারত্ন, তত্ত্ববিনোদ, এম-এ, বি-এল,
'শ্রীধর-ধাম', বিলাসী নগর,
পোঃ বৈদ্যনাথ-দেওঘর (সাঁওতাল পরগনা)

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশিশিরকুমার স্থর
২৪নং মিডল রোড,
এণ্টালী, কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর—
শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজগদীশ প্রেস
৪১, গড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা-১৯

ওঁ

প্রস্তাবনা

নিষিধ্য নিখিলোপাধীনেতি-নেতীতি-বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ॥
—আত্মবোধ, ৩০।

—'দেহ আত্মা নহে', 'ইন্দ্রিয় আত্মা নহে'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিচারপূর্ব্বক দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত উপাধির নিষেধ করিয়া 'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্যের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান সম্পাদন করিবে।

নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই বেদের মুখ্য প্রয়োজন। সংসার-নিবৃত্তিই জীবের নিঃশ্রেয়স। সংসারের অত্যন্ত উপরম বা নিবৃত্তি, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতেই সাধিত হয়। সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মপদে স্থিতিলাভ করা যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'অনুগীতা'তে বলিয়াছেন—

নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্ ॥

অর্থাৎ যিনি একাসনে কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত ব্যাপার-বিরহিত হইয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মভাবে যিনি অবস্থান করেন এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মোলীন থাকেন, তিনি ধর্ম্মীও

নহেন অধর্ম্মীও নহেন॥ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বোধ ভিন্ন সংসার-নিবৃত্তি ও পরমাত্মপ্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রুতি, স্মৃতি এবং উহাদের ভাষ্য, টীকা, বার্ত্তিক, বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয় স্পষ্টরূপে বিস্তারপূর্ব্বক নিরূপিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাতে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "নেতি"—মার্গের সাধন-পন্থা—বিচারাভ্যাসা-বলম্বনে "কস্ত্বম্" বা "কোঽহম্" প্রশ্নের সরল মীমাংসা—তত্ত্ব-নিরূপণ নামে লিখিত হইল। 'পরিশিষ্ট'-অধ্যায়ে সাতটি উপাদেয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টিক্রমের জ্ঞান ব্যতীত সর্ব্বাত্মভাব-লাভ অসম্ভব। অখণ্ডজ্ঞানের উদয়-জন্য সৃষ্টিতত্ত্ব-জ্ঞান পরম আবশ্যকীয় বলিয়া, শাস্ত্র সর্ব্বত্র সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করিয়াছেন। উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি পুরাণ, তন্ত্র, মন্বাদি স্মৃতি সর্ব্ব গ্রন্থেই সৃষ্টিতত্ত্ব এইজন্যে প্রথমেই আলোচিত। জড় ও চেতনের সংযোগে এই সৃষ্টি। জড় হইতে চেতনকে পৃথক্ করিতে হইবে। জড় হইতে চৈতন্যকে পৃথক্ করিবার সাধনাটি জ্ঞানের সাধন। এই সাধনাটি জানিতে হইলে, জড় ও চৈতন্য কিরূপে মিশিল, ইহা জানা চাই। এইটি সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তবে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিবার সাধনাটি জানা যায়। ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলেই জ্ঞানলাভ করা যায়। প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে স্বতন্ত্র, ইহা জানাই জ্ঞান। পুরুষ, প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিয়া, যখন আপন স্বরূপ যে 'আপনিই আপনি' ভাব—এই নির্গুণ অসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করেন, তখনই তিনি সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে অবস্থান করেন। ইহাই মুক্তি—ইহাই মোক্ষ। মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে

প্রলয়ে ধ্বংস হইতে হইবে; আবার সৃষ্টিকালে আধিব্যাধি-জরা-মরণ-সঙ্কুল এই সংসারসাগরে পড়িতে হইবে। "নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তি র্ন জায়তে"। (পৈঙ্গলোপনিষদ্ ৪।২৩)। এই কারণে পরিশিষ্টের প্রথমেই সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

সমধর্ম্মিদেরই স্থায়ী মিলন ও অন্তে মিশ্রণ হয়। পরমাত্মা যখন সত্যস্বরূপ "সত্যং শিবং সুন্দরম্", "সৎ-চিৎ-আনন্দঃ", "তদেতৎ সত্যম্", আর তাঁহার নামও যখন সত্য "ওঁ তৎ সৎ", "তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি", তখন তাঁহার সহিত মিলিতে হইলে, লব্ধতাদাত্ম্য হইতে হইলে জীবকে সত্যের পূজারী হইতেই হইবে—সত্যভাবনা করিতে হইবে, সত্য কথা বলিতে হইবে আর কথামত সত্য ব্যবহার করিতে হইবে। কায়েন, মনসা, বাচা সত্যের উপাসক না হইলে সত্যস্বরূপ অখণ্ডাত্মভাব ধারণার উপযুক্ত হৃদয় হইতে পারে না। কথার জালে আত্মাকে ধরা যায় না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" এই শরীরের মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকটিত ভগবানের স্বরূপ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা প্রাপ্ত হইবার নহেন, কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্বারাও লভ্য নহেন অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম বিচারে সমর্থ হইলেও ভগবানের স্বরূপ ধারণা করিতে পারে না, অথবা বহুশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না। সত্যের সাধনা যদি মূলে না থাকে, তবে পূজা, পাঠ, জপ, যাগ, দান, তীর্থসেবা, জীবসেবা, গুরুশুশ্রূষা, তত্ত্ববিচার প্রভৃতি কোন সাধনাই সফল হয় না—জীবকে অনাবিল আনন্দের আস্বাদ দিতে পারে না। সত্যই সর্ব্বপ্রকার সাধনার ভিত্তি,

আশ্রয় বা অধিষ্ঠান। "তস্মৈ সত্যমায়তনম্" সত্যনিষ্ঠাই ব্রহ্ম-বিদ্যার আশ্রয়স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। 'শ্রুতি'তে অন্যত্র বলা হইয়াছে—"সত্যেন লভ্যো হ্যেষ আত্মা" এই অখণ্ড সৎস্বরূপ আত্মা সত্যপালন দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ অন্তরে আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সর্ব্বদা সত্যপালন একান্ত আবশ্যক; "সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ" সত্যই অর্থাৎ সত্যপরায়ণ পুরুষই জয়লাভ করেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হ'ন, মিথ্যাচারী ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য দেবযান পথ সত্যসাধনাদ্বারাই প্রসারিত হয় অর্থাৎ এই দেহে আত্মসাক্ষাৎকার না হইলেও সম্যক্‌রূপে সত্যপালনদ্বারা সাধক মৃত্যুর পর দেবযানমার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক অপুনরাবৃত্তির অত্যুৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন—ইহাই সত্যসাধনার মাহাত্ম্য। মহাত্মা তুলসীদাসও বলিয়া গিয়াছেন—'সচ্ বরাবর তপ নহী, ঝূঠ্ বরাবর পাপ। জিসকে অন্দর সচ্ হৈ, উসকে অন্দর আপ॥" সত্যের মত তপস্যা নাই আর মিথ্যার সমান পাপ নাই। যাঁহার হৃদয়ে সত্যের বাস, তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর প্রকট থাকেন। "ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"। "নানৃতাৎপাতকং পরম্"।

'আহারশুদ্ধি' কিন্তু সব সাধনার মূল। ইহা ত প্রথমেই চাই। আহারশুদ্ধি না থাকিলে সত্যের সাধনা ঠিকভাবে চলিতে পারিবে না, হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যালাভের অভিলাষ কখন উদয় হয় না "অন্নদোষেণ...ব্রহ্মবিদ্যাভিবাঞ্ছা চ কদাচিন্নৈব জায়তে," তত্ত্ববিচার মৌখিক থাকিয়া যায়।

ইংরাজী ১৯৩৫, ১৬ই মার্চ্চ তারিখে হিমালয়স্থ 'উত্তরকাশী'-বাসকালে এই প্রবন্ধ ('তত্ত্ব-নিরূপণ') লেখা সমাপ্ত হইয়াছিল আর আজ ঈশ্বরেচ্ছায় ইংরাজী ১৯৫৬, ৯ই জুলাই (বঙ্গীয় ১৩৬৩ সনের রথ-যাত্রার দিনে) ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। "কালো হি কার্য্যং প্রতিনির্ব্বিশেষঃ"। "কালমূলমিদং সর্ব্বম্"।

প্রপঞ্চেনালম্। শুভমস্তু। "সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু"।

'লাহিড়ী বাড়ী', বিলাসী
বৈদ্যনাথধাম (এস. পি)।
৯ই, জুলাই, ১৯৫৬

সর্ব্বশুভানুধ্যায়ী
অনিকেতনবাসী
শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী,
২৫শে আষাঢ়, ১৩৬৩।

ওঁ

পূর্ব্বাভাষ

(ক)

অল্পেভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ গ্রন্থেভ্যো মতিমান্নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

—আপ্তবাক্যম্।

সাকারেণ মহেশানি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি! নিরাকারং ন পশ্যতি॥

—কুব্জিকাতন্ত্রম্।

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥

—অগস্ত্যসংহিতা।

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহরূঢ়া-মহংধিয়ম্।
নিবেশ্য লিঙ্গ-মুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্ব্বদা॥
যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণান্তঃপুরং যথা।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবানঘ॥

—অধ্যাত্মোপনিষদ্।

যথা মুঞ্জাদিষীকৈব-মাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াৎ ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে॥

—পঞ্চদশী

(খ)

বিচারাজ্ জ্ঞায়তে তত্ত্বং তত্ত্বাৎ বিশ্রান্তিরাত্মনি।
অতো মনসি শান্তত্বং সর্ব্বদুঃখপরিক্ষয়ঃ ॥

—যোগবাসিষ্ঠ মুঃ ১৪।৫৩

হে জনা! অপরিজ্ঞাত আত্মা বো দুঃখসিদ্ধয়ে।
পরিজ্ঞাত ত্বনন্তায় সুখায়োপশমায় চ ॥

—যোগবাসিষ্ঠ উপঃ ৫।২৩

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈ র্ভিন্নত্বং নাত্মনো বিদুঃ।
তাবৎ সংসার-দুঃখৌঘৈঃ পীড্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ ॥
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদা ভিন্ন-মাত্মানং হৃদি ভাবয়।
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্ব্ব-মনুবর্ত্তস্ব মা খিদ ॥

—অঃ রাঃ অযোধ্যাঃ ৪।৩৯,৪০

নেতি-প্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো,
হৃদা সমাস্বাদিত-চিদ্ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রূপম্,
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্ ॥

—শ্রীরামগীতা ৫।১২

যদি দেহং পৃথক্-কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা ১।৪

বিজ্ঞায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ৪।৫

নোৎপদ্যতে বিনাজ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা ক্বচিৎ ॥

—অপরোক্ষানুভূতি ১১

ওঁ তৎসৎ ওঁ

বিজ্ঞপ্তি

শোনপুর (বিহার) ডি. টি. এস. অফিসের জনৈক প্রবীণ টাইপিষ্ট, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্, সনাতন-সংস্কারী, সরলপ্রাণ, উদারহৃদয়, পরোপকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, মিথ্যাভাষণভীরু, নিত্য নিয়মিত ভজনশীল ও গুরুভক্ত শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় নিজ স্বর্গীয় পিতৃদেবের আত্মার চিরশান্তি-কামনায় এই গ্রন্থ-মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গুরুসেবা-জ্ঞানে সানন্দে বহন করিয়া নিজ আস্তিকতা, উদারতা, পিতৃভক্তি ও গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছে। পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা, তিনি ভক্তিপ্রবণ 'কুঞ্জবিহারী'র হৃদয়ে বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তিরূপে উদিত থাকিয়া উহার এই দুর্লভ মানব-জনম সফল করুন এবং উহার স্বর্গত পিতৃদেবের আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন।

বিলাসী, বৈদ্যনাথধাম।
৯ই জুলাই ১৯৫৬

শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী,
২৫শে আষাঢ়, ১৩৬৩

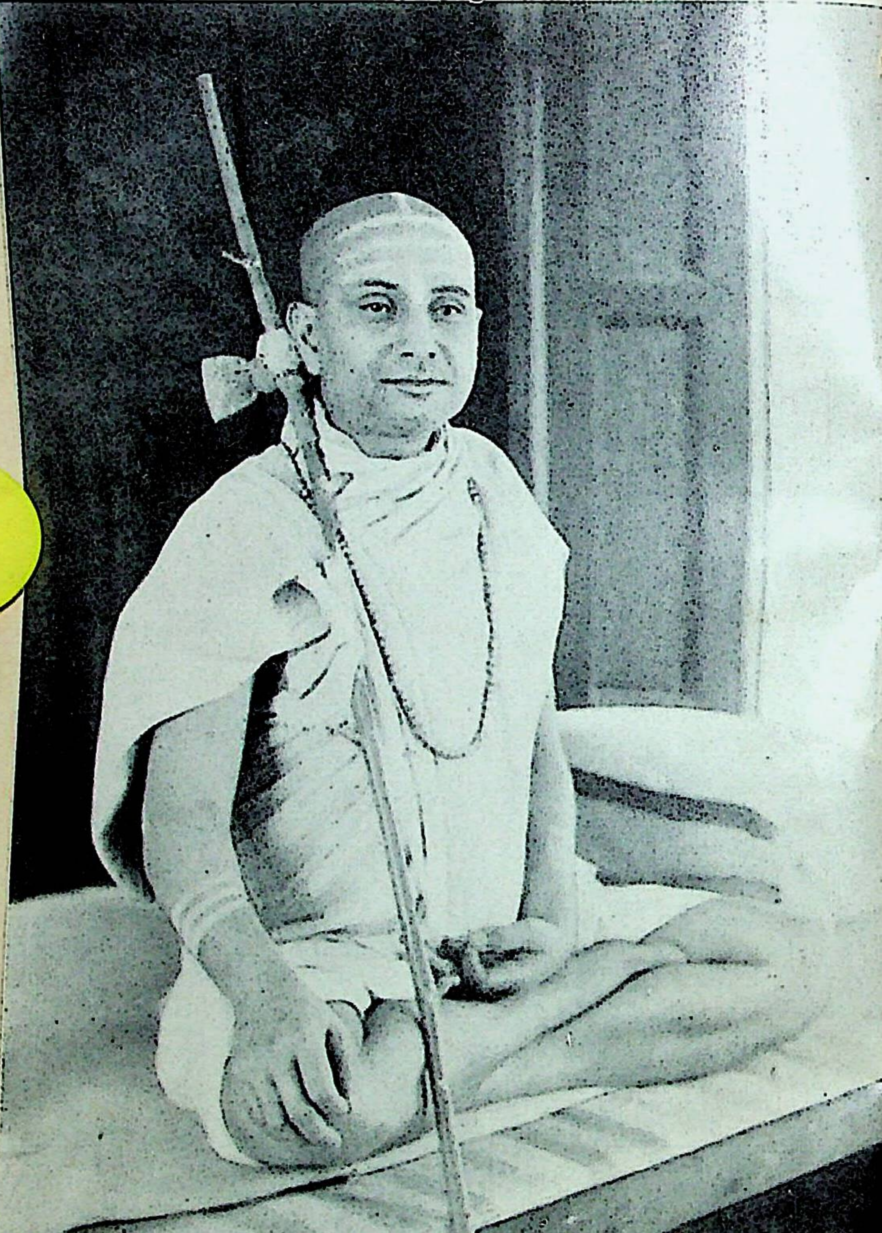

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

ওঁ

তত্ত্ব-নিরূপণ

[পরমারাধ্য অনিকেত শ্রী১০০৮শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ]

—*—

শিষ্য। গুরুদেব! আমি কে?

গুরু। তুমি জীব।

শিষ্য। কোন্ জীব?

গুরু। তটস্থ জীব।

শিষ্য। 'তটস্থ' শব্দের অর্থ কি?

গুরু। তটস্থ ও স্বরূপ ভেদে ব্রহ্মের বা জীবের দুই লক্ষণ।

['অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতি সংস্থিতিঃ। সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধকঃ॥' 'তত্ত্বমসি'। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। 'জীব এব সদা ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্'। 'স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ'।—ইত্যাদি বাক্য-সমূহদ্বারা শ্রুতি, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অর্থাৎ অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদিভাব উপাধিজনিত—বাস্তবিক নহে। এই সিদ্ধান্ত শ্রীবেদব্যাস "তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যবদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।২৯) এবং "যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষ-

স্তদ্দর্শনাৎ" (২৷৩৷৩০) সূত্রদ্বয়ে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। কর্ত্তৃত্বাদি ভেদমূলক এবং ভেদ উপাধিকৃত আর উপাধি আরোপিত—মিথ্যা "প্রকাশাদিবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (৩৷২৷১৫) সূত্রে সূত্রকার এই সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন।] অন্য বস্তুর সাহায্য লইয়া ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্ব যখন নিশ্চয় করা হয় তখন উহাকে ব্রহ্মের 'তটস্থ লক্ষণ' বলে।

১। **তটস্থ লক্ষণ—**

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ ব্রহ্মেতি ॥" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৩৷১) —যাঁহা হইতে এই সমস্ত (চরাচর জগৎ) উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবিত থাকিতেছে, লীন হইতেছে, যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে—তিনিই 'ব্রহ্ম'।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্ ইতি"। (ছান্দোগ্য উপঃ ৩৷১৪৷১) —এই সমস্তই ব্রহ্ম ; কারণ এই সমস্ত তাঁহা হইতেই জাত ('তজ্জ'), তাঁহাতেই লীন হয় ('তল্ল'), স্থিতিকালে তাঁহাদ্বারাই জীবিত থাকে ('তদন')।

"যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মলক্ষণৈঃ ॥
—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে।

—যাঁহা হইতে বিশ্ব ভাসিতেছে, ভাসিয়া যাঁহাদ্বারা স্থিতিলাভ করিতেছে এবং অন্তে যাঁহাতে লীন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম॥ এ সকল ব্রহ্মের 'তটস্থ' লক্ষণ। অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাপারের সাহায্যে ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্ব দেখান হইতেছে।

২। স্বরূপ লক্ষণ—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় ২।১।১)—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত অর্থাৎ অদ্বিতীয়।

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"

—মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২

—ইনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, যেহেতু ইনি সর্ব্বমূর্ত্তি-বর্জ্জিত। ইনি পূর্ণ—অখণ্ড। ইনি ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র অস্তি ও চেতনরূপে বিরাজিত। ইনি জন্মরহিত অর্থাৎ নিত্য। ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন প্রাণ-বায়ু ইহাতে নাই, সঙ্কল্পশক্তিসম্পন্ন মনও ইহার নাই। নিরুপাধিক বলিয়া ইনি শুভ্র—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামল-রহিত। সমস্ত কার্য্যকারণ-ভাবের বীজভাব যাঁহাতে লক্ষিত হয় বলিয়া যিনি 'পর'—সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই পর অক্ষর হইতেও 'পর' শ্রেষ্ঠ ইনি॥

"সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষ-মবাঙ্মানসগোচরম্।
অসত্ত্রিলোকী সদ্ভাণং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে।

—যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিশেষণরহিত, বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি মিথ্যাভূত ত্রিজগতে সৎ-রূপে প্রতীত হন, তিনিই 'ব্রহ্ম'। ইহাই ব্রহ্মের 'স্বরূপ'-লক্ষণ বলিয়া কথিত॥

ব্রহ্মকে 'অস্তি' 'সৎ' আছেন—এই অস্তিবাচক কোন শব্দ দ্বারা প্রমাণ করা যায় না এবং 'নাস্তি' 'অসৎ'—এই নিষেধবাচক কোন শব্দ দ্বারাও প্রমাণ করা যায় না। তিনি কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন বলিয়া তিনি অপ্রমেয় এবং নির্ব্বিশেষ, তিনি স্বপ্রকাশ।

ইন্দ্রিয়গোচর সৎ বা অসৎ যাহা কিছু আছে তিনি তাহা নহেন। ইহা ব্রহ্মের 'স্বরূপ' লক্ষণ।

তটস্থলক্ষণ আর স্বরূপলক্ষণ ভেদে ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বিবিধ। 'জগজ্জন্মাদিকারণত্ব' ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ আর 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। যে লক্ষণ স্বরূপান্তর্গত থাকিয়া পদার্থান্তরের ব্যবস্থাপক হয়, তাহার নাম 'তটস্থলক্ষণ' আর বস্তুর প্রকৃতস্বরূপকে 'স্বরূপলক্ষণ' বলা হইয়া থাকে। যদ্যপি জন্মাদি জগতেরই ধর্ম্ম; তথাপি কল্পনাপ্রযুক্ত ব্রহ্ম-সম্বদ্ধ হইয়া উহারা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন—রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে পর অধিষ্ঠান জ্ঞান দ্বারা সর্পভ্রম দূরীভূত হইয়া যায় অর্থাৎ 'যাহা সর্প তাহাই রজ্জু' এই জ্ঞান হয় অর্থাৎ রজ্জু ব্যতীত সর্পের পৃথক্ সত্তা থাকে না—এইভাবে যেমন কল্পিত সর্পদ্বারা রজ্জুর লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, তেমনি 'যাহা জগৎকারণ তাহাই ব্রহ্ম'—এইরূপে কল্পিত বস্তুদ্বারা ব্রহ্ম উপলক্ষিত হ'ন।

'জগজ্জন্মাদিকারণত্ব' ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ আর 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। এই উভয় স্থলে শাখাচন্দ্র ন্যায়ে নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার চন্দ্র অতি সূক্ষ্ম হওয়াতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু 'বৃক্ষশাখাগ্রে চন্দ্র রহিয়াছে' এই উপদেশানুসারে বৃক্ষশাখাগ্রে লক্ষ্য করিলে চন্দ্রদর্শন হইয়া থাকে। ইহা চন্দ্রের তটস্থলক্ষণ। শাখাদ্বারা উপলক্ষিত চন্দ্র দেখিলে পর দূরবর্ত্তী নক্ষত্রসমূহ হইতে চন্দ্রকে পৃথক্ করা যায়। আর নিকটস্থ নক্ষত্রসমূহ হইতে ভিন্ন করিবার নিমিত্ত স্বরূপলক্ষণ আবশ্যক হয়। 'প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ'—প্রকৃষ্টপ্রকাশশীল পদার্থই চন্দ্র—ইহা যেমন

চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণ, সেইরূপ ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ দ্বারা বাহ্যকারণসমূহ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করা যাইতে পারে আর স্বরূপলক্ষণ দ্বারা সাংখ্য প্রভৃতি মত হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্‌রূপে জানা যাইতে পারে।

কল্পিত জগৎকারণত্বাদি দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মলক্ষণে কোনও প্রকার দোষ হয় না। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই শ্রুতিবাক্যে যে 'যতঃ' পদ আছে, তাহা 'যৎ' শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে তসিল্ (তস্) প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। পঞ্চমী বিভক্তি কারণত্ব প্রকট করিতেছে। জন্মাদিকারণত্বই ব্রহ্মলক্ষণ। 'যতঃ' এই পদের প্রকৃতিভূত 'যৎ' শব্দদ্বারা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য আনন্দরূপ বস্তু উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা নির্ণীত রহিয়াছে। 'জন্মাদি'-পদ দ্বারা তটস্থলক্ষণ আর 'যৎ' শব্দ দ্বারা স্বরূপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই তটস্থ জীব বা ব্রহ্ম কোথায় থাকেন?

গুরু। প্রতি ঘটে ঘটে।

শিষ্য। ঘট কি?

গুরু। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, ছয় রিপু ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়-সম্মিলনে জাত পদার্থ।

শিষ্য। পঞ্চভূত কি কি?

গুরু। আকাশ (ব্যোম্), বায়ু (মরুৎ), তেজ, জল (অপ্) ও পৃথ্বী (ক্ষিতি)—এই পঞ্চভূত।

শিষ্য। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় কি কি?

গুরু। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চারি অন্তরিন্দ্রিয়।

শিষ্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি?

গুরু। শ্রোত্র (কর্ণ), ত্বক্‌, চক্ষু, ঘ্রাণ (নাসিকা) ও জিহ্বা।

শিষ্য। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় কি কি?

গুরু। বাক্‌, পাণি (হস্ত), পাদ, পায়ু ও উপস্থ (মূত্রেন্দ্রিয়)।

শিষ্য। চারি অন্তরিন্দ্রিয় কি কি?

গুরু। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—ইহাদিগকে অন্তঃকরণও কহে। "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্‌।"

শিষ্য। ছয় রিপু কি কি?

গুরু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপু। পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত, ইন্দ্রিয়গণ ছয় রিপুর বশীভূত। এই রিপুগণই জীবকে সতত বিষয়ে আসক্ত করাইয়া থাকে।

শিষ্য। বিষয় কি?

গুরু। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়=শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়=বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ এবং মূত্র ও বীর্য্য-ত্যাগ।

চারি অন্তঃকরণের বিষয়=সংকল্প, অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অবধারণ (বিষয়-চিন্তন) ও অভিমান (অহং মম-ভাব)।

শিষ্য। বিষয়সমূহ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?

গুরু। আকাশের সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ হইতে শব্দের উৎপত্তি, বায়ুর সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি, তেজের সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ হইতে রূপের উৎপত্তি, জলের সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ হইতে রসের উৎপত্তি এবং পৃথ্বীর সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ হইতে গন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে।

আকাশের রজোগুণের অংশবিশেষ হইতে বচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, বায়ুর রজোগুণের অংশবিশেষ হইতে গ্রহণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তেজের রজোগুণের অংশবিশেষ হইতে গমনাগমন ক্রিয়া হইয়া থাকে, জলের রজোগুণের অংশবিশেষ হইতে মূত্রত্যাগ ও রতিভোগ সাধিত হয়, এবং পৃথিবীর রজোগুণের অংশবিশেষ হইতে মলত্যাগ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

অপঞ্চীভূত পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের মিলিত ভাগসমূহ হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার উৎপন্ন হইয়াছে। মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প বিকল্প করা, বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চয় করা, চিত্তে ধর্ম্মর বিষয়ের চিন্তন করা এবং অহংকারের ধর্ম্ম অভিমান করা।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তঃ করণচতুষ্টয়ম্। তেষাং ক্রমেণ সংকল্পবিকল্পাধ্যবসায়াভিমানাবধারণাস্বরূপাশ্চৈতে বিষয়াঃ॥" (শারীরকোপনিষদ্ ১) "চিত্তমর্থস্য চিন্তনাৎ"।

শিষ্য। সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি ভেদে 'গুণ' কত প্রকার?

গুরু। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ভেদে 'গুণ' তিন প্রকার। পদার্থমাত্রই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকল পদার্থেই মাত্রাভেদে তিন গুণ বিদ্যমান। "সাত্ত্বিক-রাজস-তামসলক্ষণানি ত্রয়োগুণাঃ।" "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥"

শিষ্য। পঞ্চভূতের বিশেষ গুণ কি কি?

গুরু। আকাশের বিশেষ এক গুণ; শব্দ অর্থাৎ প্রতিধ্বনি। বায়ুর বিশেষ দুই গুণ; শব্দ ও স্পর্শ অর্থাৎ 'বীসী' এই অনুকরণ-শব্দ এবং উষ্ণ ও শীতল স্পর্শ। অগ্নির তিন গুণ; শব্দ,

স্পর্শ ও রূপ অর্থাৎ 'ভুগ্ ভুগ্' এই অনুকরণ-শব্দ, উষ্ণ স্পর্শ ও প্রকাশ—জ্যোতি রূপ। জলের চারি গুণ ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস অর্থাৎ 'কল্ কল্' এই অনুকরণ-শব্দ, শীতল স্পর্শ, শুক্ল রূপ এবং মাধুর্য্য রস। পৃথ্বীর পাঁচ গুণ ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অর্থাৎ 'কড়্ কড়্' এই অনুকরণ-শব্দ, কঠিন শব্দ, বিচিত্র রূপ, মধুরাদি রস এবং সৌরভ ও অসৌরভ দুই গন্ধ। "প্রতিধ্বনির্বিয়ৎশব্দো, বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্। অনুষ্ণাশীতলস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগু-ধ্বনিঃ। উষ্ণস্পর্শঃ প্রভা-রূপং জলে চুলুচুলু-ধ্বনিঃ। শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্। ভূমৌ কড়-কড়া-শব্দ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে। নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ। সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ বিবেচিতাঃ॥" (পঞ্চদশী ২।৩)।

শিষ্য। ত্রিবিধ দেহ কি কি ?

গুরু। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ দেহ।

শিষ্য। স্থূল দেহ কাহাকে বলে ?

গুরু। "পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্। শরীরং সুখ-দুঃখানাং ভোগায়তন-মুচ্যতে॥" (আত্মবোধঃ ১১)—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত ও জাত এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের অংশসমূহ হইতে উৎপন্ন ২৫ তত্ত্ব-বিশিষ্ট, ষড়্ ভাব-বিকারযুক্ত, রূপাদিমান্, সদসৎকর্ম্মজাত সুখ-দুঃখাদিভোগ-স্থান-রূপ পদার্থকে 'স্থূল দেহ' কহে। "ষড়্ ভাববিকৃতিশ্চাস্তি জায়তে বর্দ্ধতেঽপি চ।

পরিণামং ক্ষয়ং নাশং ষড়্ভাববিকৃতিং বিদুঃ॥” (বরাহ উপঃ ১।৮)।

শিষ্য। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত কাহাকে বলে?

গুরু। আকাশাদি পঞ্চভূত প্রথমে অপঞ্চীকৃত অবস্থায় ছিল। পরে ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীবের ভোগার্থে বিষয়সমূহ সৃষ্ট হইবার জন্য পঞ্চভূত পরস্পর মিলিত হইয়া ‘পঞ্চীকরণ’ হইয়াছে। “তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগায়তন-জন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥” (পঞ্চদশী ১।২৬)। যে ভূতসকলের পঞ্চীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগকে পঞ্চীকৃত ভূত বলে।

শিষ্য। পঞ্চীকরণ কাহাকে বলে?

গুরু। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে দুই দুই ভাগে বিভক্ত কর। এক এক অর্দ্ধভাগ স্বতন্ত্র রাখিয়া অপর অপর অর্দ্ধভাগকে চারি চারি ভাগে বিভক্ত কর। যথা—

	আকাশ		বায়ু		তেজ		জল		পৃথ্বী	
আকাশ	=॥০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	=১
বায়ু	=৵০	+	॥০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	=১
তেজ	=৵০	+	৵০	+	॥০	+	৵০	+	৵০	=১
জল	=৵০	+	৵০	+	৵০	+	॥০	+	৵০	=১
পৃথ্বী	=৵০	+	৵০	+	৵০	+	৵০	+	॥০	=১
	১		১		১		১		১	

স্বীয় অবিভক্ত অর্দ্ধভাগকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ভূতসকলের অবিভক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে স্বীয় অষ্টম ভাগের এক এক ভাগ প্রদান, এবং স্বীয় অবিভক্ত অর্দ্ধ ভাগে অপর ভূতসকলের অষ্টম ভাগের এক এক ভাগ গ্রহণ দ্বারা ভূতসকল পরস্পর মিলিত হইয়া পূর্ণ হইলে 'পঞ্চীকরণ' হয়। যথা—পূর্ণ আকাশের $\frac{১}{২}$ ভাগ পৃথক্ রহিল; অপর $\frac{১}{২}$ ভাগের $\frac{১}{৮}$ অংশ বায়ুতে, $\frac{১}{৮}$ অংশ তেজে, $\frac{১}{৮}$ অংশ জলে এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ পৃথ্বীতে মিলিত হইল। সেইরূপ পূর্ণ বায়ুর $\frac{১}{২}$ ভাগ পৃথক্ রহিল; অপর $\frac{১}{২}$ ভাগের $\frac{১}{৮}$ অংশ আকাশে, $\frac{১}{৮}$ অংশ তেজে, $\frac{১}{৮}$ অংশ জলে এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ পৃথ্বীতে মিলিত হইল। পূর্ণ তেজের $\frac{১}{২}$ ভাগ স্বতন্ত্র রহিল; অপর $\frac{১}{২}$ ভাগের $\frac{১}{৮}$ অংশ আকাশে, $\frac{১}{৮}$ অংশ বায়ুতে, $\frac{১}{৮}$ অংশ জলে এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ পৃথ্বীতে মিলিত হইল। পূর্ণ জলের $\frac{১}{২}$ ভাগ স্বতন্ত্র রহিল; অপর $\frac{১}{২}$ ভাগের $\frac{১}{৮}$ অংশ আকাশে, $\frac{১}{৮}$ অংশ বায়ুতে, $\frac{১}{৮}$ অংশ তেজে এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ পৃথ্বীতে মিলিত হইল। পূর্ণ পৃথ্বীর $\frac{১}{২}$ ভাগ পৃথক্ রহিল; অপর $\frac{১}{২}$ ভাগের $\frac{১}{৮}$ অংশ আকাশে, $\frac{১}{৮}$ অংশ বায়ুতে, $\frac{১}{৮}$ অংশ তেজে এবং $\frac{১}{৮}$ অংশ জলে মিলিত হইল।—এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে পরিণত হইল। একতত্ত্বে পাঁচ তত্ত্বের মিশ্রণকে 'পঞ্চীকরণ' কহে। "দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥" (পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক ২৭)।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতেই ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর ও অন্যান্য সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। "তৈরণ্ডস্তত্র ভুবন-ভোগ্য-ভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।" (পঞ্চদশী ১।২৮)।

শিষ্য। পঞ্চভূতের ২৫ তত্ত্ব কি কি ?

গুরু। (১) পৃথ্বীর ৫ তত্ত্ব—অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, রোম ও মাংস।

(২) জলের ৫ তত্ত্ব—মূত্র, শ্লেষ্মা (লালা), রক্ত, শুক্র ও স্বেদ (ঘর্ম্ম)।

(৩) অগ্নির ৫ তত্ত্ব—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও কান্তি।

(৪) বায়ুর ৫ তত্ত্ব—ধারণ, কথন, চলন, প্রসারণ ও সঙ্কোচন।

(৫) আকাশের ৫ তত্ত্ব—লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ ও ভয়। "ভয়ং পৃথিবী মোহ উদকং ক্রোধোঽগ্নিঃ কামোবায়ুঃ লোভ আকাশম্।" (অজ্ঞানবোধিনী)।

শিষ্য। স্থূল শরীরে এই ২৫ তত্ত্ব কিরূপে আছে ?

গুরু। দেহের মধ্যে যাহা অবকাশ-স্বরূপ (ছিদ্র) তাহাই আকাশ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহাই বায়ু, যাহা উষ্ণ তাহা তেজ, যাহা তরল তাহা জল, আর যাহা কঠিন তাহা পৃথিবী। "যৎ কঠিনং সা পৃথিবী, যদ্ দ্রবং তদাপো, যদুষ্ণং তত্তেজো, যৎ সঞ্চরতি স বায়ু, যৎ সুষিরং তদাকাশম্।" (শারীরকোপ-নিষদ্ ১)। 'পার্থিবঃ কঠিনো ধাতু, দ্রবো দেহে স্মৃতোঽম্ময়ঃ। পক্তিচেষ্টাবকাশাঃ স্যুর্বহ্নি বায়ু স্বরোদ্ভবা ॥" (উপদেশসহস্রী)।

শিষ্য। পঞ্চীভূত পঞ্চতত্ত্বে এই ২৫ তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল ?

গুরু। লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ ও ভয়—ইহারা পঞ্চীকৃত আকাশের অংশ। তন্মধ্যে আকাশের মুখ্য অর্দ্ধভাগে লোভ, বায়ু হইতে প্রাপ্ত অষ্টমাংশে কাম, তেজের অষ্টমাংশে ক্রোধ, জলের অষ্টমাংশে মোহ, এবং পৃথিবীর অষ্টমাংশে ভয়।

ধারণ, কথন, চলন, প্রসারণ ও সঙ্কোচন—ইহারা পঞ্চীকৃত বায়ুর অংশ। তন্মধ্যে বায়ুর মুখ্য অর্দ্ধভাগে **ধারণ**, তেজের অষ্টমাংশে **কথন**, জলের অষ্টমাংশে **চলন**, পৃথিবীর অষ্টমাংশে **সঙ্কোচন**, এবং আকাশের অষ্টমাংশে **প্রসারণ**।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও কান্তি—ইহারা পঞ্চীকৃত অগ্নির (তেজের) অংশ। তন্মধ্যে তেজের মুখ্য অর্দ্ধভাগে **ক্ষুধা**, বায়ুর অষ্টমাংশে **তৃষ্ণা**, পৃথিবীর অষ্টমাংশে **আলস্য**, আকাশের অষ্টমাংশে **নিদ্রা**, এবং জল হইতে প্রাপ্ত অষ্টমাংশে কান্তি।

মূত্র, শ্লেষ্মা, রক্ত, শুক্র ও স্বেদ—ইহারা পঞ্চীকৃত জলের অংশ। তন্মধ্যে জলের মুখ্য অর্দ্ধাংশে **মূত্র**, পৃথিবী হইতে প্রাপ্ত অষ্টমাংশে **রক্ত**, আকাশ হইতে প্রাপ্ত অষ্টমাংশে **শ্লেষ্মা**, তেজের অষ্টমাংশে **শুক্র** এবং বায়ুর অষ্টমাংশে **স্বেদ** (ঘর্ম্ম)।

অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, রোম ও মাংস—ইহারা পঞ্চীকৃত পৃথ্বীর অংশ। তন্মধ্যে পৃথ্বীর মুখ্য অর্দ্ধভাগে **অস্থি**, জল হইতে প্রাপ্ত অষ্টমাংশে **মাংস**, বায়ুর অষ্টমাংশে **চর্ম্ম**, তেজের অষ্টমাংশে **নাড়ী** এবং আকাশের অষ্টমাংশে **রোম**।

নিম্নে সূত্ররূপে ইহা লিখিত হইল। যথা—

	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	পৃথ্বী
আকাশ =	লোভ — ॥০	কাম — ৵০	ক্রোধ — ৵০	মোহ — ৵০	ভয় — ৵০
বায়ু =	প্রসারণ — ৵০	ধারণ — ॥০	কথন — ৵০	চলন — ৵০	আকুঞ্চন - ৵০
তেজ =	নিদ্রা — ৵০	তৃষ্ণা — ৵০	ক্ষুধা — ॥০	কান্তি — ৵০	আলস্য — ৵০
জল =	শ্লেষ্মা — ৵০	স্বেদ — ৵০	শুক্র — ৵০	মূত্র — ॥০	রক্ত — ৵০
পৃথ্বী =	রোম — ৵০	চর্ম্ম — ৵০	নাড়ী — ৵০	মাংস — ৵০	অস্থি — ॥০
	আকাশ ১৲	বায়ু ১৲	তেজ ১৲	জল ১৲	পৃথ্বী ১৲

শিষ্য। সূক্ষ্মদেহ কাহাকে বলে ?

গুরু। "পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥" (আত্মবোধঃ ১২)—সদসৎকর্ম্ম-জাত সুখদুঃখাদি-ভোগসাধন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ মন ও বুদ্ধি—অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের এই ১৭ তত্ত্বের সমষ্টিকে 'সূক্ষ্ম দেহ' কহে। ইহার নামান্তর 'লিঙ্গ দেহ' বা 'লিঙ্গ শরীর'।

শিষ্য। পঞ্চপ্রাণ কি কি ?

গুরু। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—বৃত্তিভেদে মুখ্যপ্রাণ এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। ইহারা 'পঞ্চপ্রাণ' নামে প্রসিদ্ধ।

"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ।" (পঞ্চদশীভূ০২২)।

শিষ্য। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য ১৭ তত্ত্ব কিরূপে জানা যায় ?

গুরু। (১) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী, এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বগুণাংশ হইতে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র (কর্ণ); বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয় অর্থাৎ ত্বক্ (চর্ম্ম); তেজের সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ; জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা; এবং পৃথ্বীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা উৎপন্ন হইয়াছে। "শ্রোত্রত্বক্-চক্ষুজিহ্বাঘ্রাণানি পঞ্চ জাতানি। আকাশাদীনাং

সত্ত্বাংশেভ্যো ধীন্দ্রিয়াণ্যনুক্রমতঃ ॥" (সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ ৩৪২)।

উক্ত ভূতপঞ্চকের প্রত্যেকের রজোগুণাংশ হইতে এক এক কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্য; বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণীন্দ্রিয় অর্থাৎ হস্ত; তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদেন্দ্রিয় অর্থাৎ চরণ; জলের রজঃ অংশ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় অর্থাৎ শিশ্ন (লিঙ্গ); এবং পৃথ্বীর রজঃ অংশ হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় অর্থাৎ গুহ্যদেশ উৎপন্ন হইয়াছে। "পঞ্চানামেব ভূতানাং রজোংশেভ্যোঽভবন্ ক্রমাৎ। বাক্-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যনু ॥" (সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ ৩৭৬)।

(২) কর্ণ এবং বাক্য উভয়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন। কর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্য কর্ম্মেন্দ্রিয়। আকাশের বিষয় শব্দ; কর্ণ দ্বারা শব্দ অনুভূত হয় এবং বাক্য দ্বারা শব্দ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাহাদের মিত্রতা এবং ভৌতিকত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। "বাক্শ্রোত্রে আকাশকার্য্যমেব, বিচারপ্রাধান্যে সতি শব্দাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, প্রায়েণ শব্দোৎপত্তি বাচি।" (অজ্ঞানবোধিনী ১০৩)।

চর্ম্ম ও হস্ত উভয়ই বায়ু হইতে উৎপন্ন। চর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়। বায়ুর বিষয় স্পর্শ; চর্ম্মে শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভূত হয় এবং হস্ত তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সহায়তা করে, অর্থাৎ চর্ম্ম স্পর্শ অনুভব করে এবং হস্ত অনুভব কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহাতে তাহাদের মিত্রতা ও ভৌতিকত্ব স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। "ত্বক্পাণী বায়ুবিকারৌ, স্পর্শগ্রহণসাধ্যত্বাৎ, স্পর্শবত এব দ্রব্যস্য হস্তেনোপদাতুং শক্যত্বাৎ।" (অজ্ঞানবোধিনী ১০৩)।

চক্ষু ও চরণ উভয়ই তেজ হইতে উৎপন্ন। চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং চরণ কর্ম্মেন্দ্রিয়। তেজের বিষয় রূপ ; চক্ষুতে রূপ প্রতীয়মান হয় আর চরণ সেই রূপ-সমীপে লইয়া যায়। ইহাতে তাহাদের মিত্রতা ও ভৌতিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। "চক্ষুপাদৌ তেজবিকারৌ. রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ, প্রায়েণ উষ্ণত্বং পাদয়োঃ ভ্রমণেনাপি চানুমেয়ম্।" (ঐ)।

জিহ্বা ও উপস্থ উভয়ই জল হইতে উৎপন্ন। জিহ্বা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়। জলের বিষয় রস ; জিহ্বা রস গ্রহণ করে এবং উপস্থ রস (প্রস্রাব ও শুক্র) ত্যাগ করে। ইহাতে তাহাদের ভৌতিকত্ব ও মিত্রতা প্রমাণিত হইতেছে। "উপস্থজিহ্বে চাপি জলবিকারৌ, রসগ্রাহকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাৎ, প্রায়েণ উপস্থে আনন্দত্বাৎ।" (ঐ)।

নাসিকা ও পায়ু উভয়ই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। নাসিকা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু কর্ম্মেন্দ্রিয়। পৃথিবীর বিষয় গন্ধ ; নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে এবং পায়ু-ইন্দ্রিয় গন্ধ ত্যাগ করে (বাত-কর্ম্ম দ্বারা)। ইহাতে তাহাদের ভৌতিকত্ব ও মিত্রতা সপ্রমাণ হইতেছে। "ঘ্রাণ-পায়ু চ পার্থিবে, গন্ধগ্রাহকত্বাৎ পায়োঃ বিসর্গাৎ।" (ঐ)।

গুণভেদে এক এক ভূত হইতে দুই দুই ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও চর্ম্ম—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন, এবং বাক্য, হস্ত, চরণ, পায়ু ও উপস্থ,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের রজঃ-অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান ও কার্য্য যে যে ভূতের বিষয়, সেই সেই ভূতোৎপন্ন ইন্দ্রিয়েই তাহা তাহা

সাধিত হইয়া থাকে। যেমন—আকাশের বিষয় শব্দ, তাহা আকাশ হইতে উৎপন্ন শ্রোত্রে (কর্ণে)-তেই অনুভূত হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ে তাহা অনুভূত হয় না ; বায়ুর বিষয় স্পর্শ, তেজের বিষয় রূপ, জলের বিষয় রস এবং পৃথিবীর বিষয় গন্ধ,—ইহারা পরস্পর বায়ুজাত ত্বগিন্দ্রিয়, তেজোজাত দর্শনেন্দ্রিয়, জল-জাত রসনেন্দ্রিয় এবং পৃথ্বীজাত ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভিন্ন অপর কোন ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হয় না।

(৩) অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ-অংশ হইতে এক 'মহাপ্রাণ' উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহাপ্রাণই বৃত্তিভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া জীবের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিয়া শরীরে শক্তিসঞ্চার করে এবং রজোগুণান্বিত কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করে। "সমস্তেভ্যো রজোংশেভ্যো ব্যোমাদীনাং ক্রিয়াত্মকাঃ। প্রাণাদয়ঃ সমুৎপন্নাঃ পঞ্চাপ্যান্তরবায়বঃ॥" (সর্ব্ব-বেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ ৩৭৭)।

(৪) অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে চতুর্ধা বিভক্ত। পরন্তু, চিত্ত ও অহঙ্কার প্রকৃতপক্ষে মন ও বুদ্ধির অন্তর্ভূত। মন ও বুদ্ধি জীবের হৃদ্দেশে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করে। মন ও বুদ্ধির সংযোগেই ইন্দ্রিয়গণের বিষয়োপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের সংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। "আকাশাদিগতাঃ পঞ্চসাত্ত্বিকাংশাঃ পরস্পরম্।

মিলিত্বৈবান্তঃ-করণমভবৎ সর্ব্বকারণম্॥" (সর্ব্ববেদান্ত সি॰সা॰ সংগ্রহঃ ৩৪৩)।

এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য ১৭ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

শিষ্য। স্থূলদেহে পঞ্চপ্রাণ কিরূপে আছে?

গুরু। পঞ্চপ্রাণমধ্যে (১) প্রাণবায়ু হৃদয়ে অবস্থিত। তাহার ধর্ম্ম, উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস, অশন ও পীপাসা। ইহা উর্দ্ধগমনশীল। (২) অপানবায়ু গুহ্যদেশে অবস্থিত। তাহার কার্য্য মল-মূত্রাদি-ত্যাগ। ইহা অধোগমনশীল। (৩) সমান বায়ু নাভিদেশে অবস্থিত। ইহার কার্য্য, ভুক্ত ও পীত অন্ন ও পানাদি পরিপাকদ্বারা রস নির্গত করিয়া নাড়ীদ্বারা সর্ব্বশরীরে পৌঁছান এবং উক্ত রসের সার ও অসার-ভাগ বিভক্ত করিয়া রক্ত, শুক্র ও মূত্র পুরীষ প্রস্তুত করণ। (৪) উদান বায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থিত। ইহার ধর্ম্ম, ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করিয়া বিভাগ করিয়া দেওয়া এবং বমন, হিক্কা, উদ্গার, স্বপ্ন প্রভৃতিও ইহার ধর্ম্ম। ইহা উর্দ্ধগমনশীল। (৫) ব্যান বায়ুর স্থান সর্ব্বাঙ্গে। ইহার কার্য্য—সর্ব্ব শরীরের সন্ধিস্থানে গমনাগমন, এবং আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি। ইহা সর্ব্বনাড়ীগমনশীল। "হৃদি প্রাণঃ স্থিতো নিত্য-মপানো গুদমণ্ডলে। সমান নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ॥" (যোগচূড়ামণি উপনিষদ্ ১৩, ১৪)।

শিষ্য। কারণ-শরীর কাহাকে কহে ?

গুরু। স্থূল শরীরের ভোগোপযোগী কাল জাগ্রদবস্থা। সূক্ষ্ম শরীরের ভোগোপযোগী কাল স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত সুপ্তপুরুষ সুষুপ্তি-কালে অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যান। এই অজ্ঞানের নাম 'কারণ-শরীর' বা কারণদেহ। অনাদি অব্যক্তা ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা সকল অজ্ঞান কার্য্যের কারণ অর্থাৎ বীজ। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কারণও ইহা। 'কারণ'-রূপ হওয়াতে এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান 'কারণ-শরীর' নামে কথিত হয়। "অনাদ্যবিদ্যাঽনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধি-রুচ্যতে।" (আত্মবোধঃ ১৩)। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান শীর্ণ অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়, এই হেতু ইহাকে (কারণ)-'শরীর' বলে, অথবা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানের দাহ অর্থাৎ নাশ হয়, এজন্য ইহাকে (কারণ)-'দেহ' বলে।

সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া পুরুষ বলে—'আজ গভীর নিদ্রা গিয়াছি, আমি আজ কিছুই জানিতে পারি নাই।' 'কিছুই জানিতে পারি নাই'-রূপ অজ্ঞানতার অনুভব-রূপ জ্ঞান সুপ্তোত্থিত পুরুষের থাকে। সুষুপ্তিকালের ঐ অজ্ঞানই 'কারণ-শরীর' নামে কথিত। জাগ্রদবস্থায়ও অজ্ঞানী মনুষ্য বলিয়া থাকে—'আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ জানি না'। এই 'জানি না'-রূপ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানই 'কারণ-শরীর' নামে প্রসিদ্ধ।

শিষ্য। জাগ্রদবস্থা কাহাকে বলে ?

গুরু। যে সময়ে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চারি অন্তঃকরণ ব্যবহার-পরায়ণ থাকে অর্থাৎ এই ১৪টি মুখ (উপলব্ধি-

দ্বার) দ্বারা স্থূল বিষয় ভোগ করা হয়, সেই সময়ের নাম 'জাগ্রদবস্থা'। "জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ চতুষ্টয়ং চতুর্দ্দশকরণযুক্তং জাগ্রৎ"। (শারীরকোপনিষদ্ ৫)।

শিষ্য। স্বপ্ন-অবস্থা কাহাকে বলে ?

গুরু। জাগ্রদবস্থাতে ১৪টি উপলব্ধি-দ্বার দ্বারা যে স্থূল বিষয় ভোগ করা হয়, তাহার সংস্কার সূক্ষ্মভাবে কণ্ঠদেশস্থ 'হিতা' নামক নাড়ীতে অবস্থান করে। যে সময়ে বিনা বহিরিন্দ্রিয় সাহায্যে কেবলমাত্র অন্তঃকরণদ্বারা উক্ত সংস্কারগত ভাবনাময় বিষয় বা বিষয়সমূহ ভোগ হইয়া থাকে, সেই সময়কে 'স্বপ্নাবস্থা' বলে। "সূক্ষ্মনাড়ীষু সঞ্চারো বুদ্ধেঃ স্বপ্নঃ প্রজায়তে।" (বরাহোপনিষদ্ ৬১) "অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়েরেব সংযুক্তঃ স্বপ্নঃ।" (শারীরকোপনিষদ্ ৫) "স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ।" (ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ)।

শিষ্য। সুষুপ্তি-অবস্থা কি ?

গুরু। 'আজ সুখে নিদ্রা গিয়াছি, কি ঘটিয়াছে কিছুই জানি না।'—সুপ্তোত্থিত পুরুষের এই সুখ ও অজ্ঞানের প্রকাশ যে অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, সেই অবস্থার নাম 'সুষুপ্তি-অবস্থা'। বুদ্ধির কারণরূপে অবস্থিতিকে 'সুষুপ্তি' কহে। "চিত্তৈককরণা সুষুপ্তিঃ।" (শারীরকোপনিষদ্ ৫)।

যে অবস্থায় বা যে কালে বা যে স্থানে সুপ্ত পুরুষের স্থূল জগৎ দর্শনের বৃত্তি থাকে না ও কোন ভোগ্য বস্তুর কামনা থাকে না, এবং কোন প্রকার স্বপ্ন বা সূক্ষ্ম সংস্কার দর্শন হয় না, সেটি সুষুপ্তি অবস্থা

বা সুষুপ্তি কাল বা সুষুপ্তি স্থান। "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্।" (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ ৫) "সর্ব্বোপরমহেতুত্বাৎ সুষুপ্তিস্থানমিষ্যতে।" (সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সারসংগ্রহঃ ৩১৬)।

শিষ্য। পঞ্চকোষ কি কি?

গুরু। (১) অন্নময় কোষ, (২) প্রাণময় কোষ, (৩) মনোময় কোষ, (৪) বিজ্ঞানময় কোষ, ও (৫) আনন্দময় কোষ।

কোষ শব্দের অর্থ আচ্ছাদন। খাপ যেমন তরবারির আচ্ছাদন, সেইরূপ পঞ্চকোষ আত্মার আচ্ছাদন। এই কোষপঞ্চকের মধ্যে অন্নময় কোষ 'স্থূল-শরীর'। ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন কার্য্যরূপ প্রাণময় কোষ, ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন কর্ম্মের যন্ত্ররূপ মনোময় কোষ, এবং জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তা বিজ্ঞানময় কোষ,—এই কোষত্রয় মিলিত হইয়া যাহা, তাহা 'সূক্ষ্ম-শরীর' বা লিঙ্গ-দেহ। আর আনন্দময় কোষ 'কারণ-শরীর'। "এষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপঃ। মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ। প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ।" (বেদান্তসারঃ)

শিষ্য। স্থূলদেহকে অন্নময় কোষ কেন বলা হয়?

গুরু। মাতা-পিতা যে অন্ন ভক্ষণ করেন, তাহা হইতে রজঃ ও বীর্য্য উৎপন্ন হয়। সেই রজঃ ও বীর্য্যের সংমিশ্রণে এই দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জন্মের পরও ইহা অন্নাদি-ভক্ষণে জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয় এবং অন্তে অন্ন রসময় পৃথিবীতে লীন হইয়া যায়। অন্ন হইতে জাত ও অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত এবং অন্তে অন্নে লয়প্রাপ্ত এই স্থূলদেহকে এই

কারণে 'অন্নময় কোষ' বলা হইয়াছে। "স্যাৎ পঞ্চীকৃত-ভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।" (পঞ্চদশী ১।৩৪) "অন্নরসেনৈব ভূত্বান্নরসেনাভিবৃদ্ধিং প্রাপ্যান্নরসময়পৃথিব্যাং যদ্বিলীয়তে সোঽন্নময়কোষঃ" (পৈঙ্গলোপনিষদ্ ২)। ইহা সদসৎকর্ম্মজাত সুখদুঃখাদি-অনুভবরূপ ভোগের স্থান। ইহাই স্থূলশরীর।

শিষ্য। প্রাণময় কোষ কাহাকে বলে?

গুরু। বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ মিলিত পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান)-কে 'প্রাণময় কোষ' বলে। "প্রাণাদি পঞ্চবায়বো বাগাদীন্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণময়ঃ।" (তত্ত্ববোধঃ)।

শিষ্য। মনোময় কোষ কাহার নাম?

গুরু। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মিলিত মনকে 'মনোময় কোষ' বলে। "জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ।" (বিবেকচূড়ামণিঃ)।

শিষ্য। বিজ্ঞানময় কোষ কি?

গুরু। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধিকে 'বিজ্ঞানময় কোষ কহে। "ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি।" (বেদান্তসারঃ)। ["এতৎ কোশত্রয়ং লিঙ্গশরীরম্" (পৈঙ্গলোপনিষদ্)]

শিষ্য। আনন্দময় কোষ কাহার নাম?

গুরু। যেখানেই চেষ্টা বা শ্রম সেখানেই দুঃখ। সুষুপ্তি অবস্থাতে বিষয় অনুভবের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বা শ্রম এবং

তজ্জন্য দুঃখ নাই। এই অবস্থায় দুঃখের সকল প্রকার অভাব বলিয়া পুরুষ আনন্দময়। "সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতে। স্বরূপং মহদানন্দং ভুঙ্‌ক্তে বিশ্ববিবর্জ্জিতঃ॥" (বরাহোপনিষদ্ ২।৬২)। কিন্তু এই আনন্দ নাশবান্ অর্থাৎ অস্থায়ী। এই জন্য এই অস্থায়ী আনন্দভোক্তাকে 'আনন্দময়' বলা হইয়াছে,—'আনন্দ-স্বরূপ' বলা হয় নাই। "মনসো বিষয়বিষয়্যাকার-স্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দময়ঃ আনন্দপ্রায়ঃ, নানন্দ এব অনাত্যন্তিকত্বাৎ।" (ভগবান্ ভাষ্যকারঃ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ)। এই অবস্থায় আত্মবিস্মৃতিরূপ একটি অজ্ঞান আবরণ থাকিলেও, সমস্ত বিষয়জ্ঞান বিলয়-প্রাপ্ত হওয়ায়, দৃশ্যদর্শন জ্ঞান না থাকাতে, স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু, ইহা স্বরূপ-জ্ঞানের আভাসমাত্র,—পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান নহে। এইহেতু সুপ্তোত্থিত পুরুষ পুনরায় মায়ামুগ্ধ হইয়া সংসারের সুখে-দুঃখে নিজেকে সুখী ও দুঃখী মনে করে। জাগ্রদবস্থাতে চিত্তের স্থূলবিষয়াকারতার কারণ হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সঙ্গ এবং স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ের বিষয়াকারতার কারণ হয় মনোগত বাসনা।

সুষুপ্তি অবস্থাতে এই দুইএর অভাব হওয়াতে মন নির্ব্বিষয় হয় "চিত্তৈককরণা সুষুপ্তিঃ", কিন্তু মন লীন হয় না। ঐ সময়ে বিষয় ও বাসনারূপ নিমিত্তের অভাবহেতু চিত্ত ও হৃদয়ের বিষয়াকারতা বিনষ্ট হইয়া যায় মাত্র। "তদাপীতেঃ সংস্কার-ব্যবদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।৮) বলিয়া ভগবান বেদব্যাসও সুষুপ্তিতে জগতের

কারণরূপ মনের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। ["তৎ আ-অপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ।" 'তৎ' তাহা অর্থাৎ লিঙ্গদেহ 'আপীতেঃ' যতদিন না যথার্থ জ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষলাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অবস্থান করে, একেবারে পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় না ; কারণ 'সংসারব্যপদেশাৎ' সম্যক্ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার চলিতে থাকে, শ্রুতির ইহাই নির্দ্দেশ। সুতরাং সুষুপ্তিতে যেমন জীব পরমাত্মার সহিত একেবারে অভিন্ন হইয়া যায় না, পরন্তু বীজরূপে তাহাতে অবস্থান করে, সেইরূপ মরণেও জীবের লিঙ্গদেহ পরমাত্মার সহিত একেবারে এক হইয়া যায় না অর্থাৎ মরণেও আত্যন্তিক বিলয় হয় না।] যদি সুষুপ্তিতে মন লীন হইয়া যায়, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত পুরুষ পুনরায় মায়ামুগ্ধ হইয়া বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারে না। যে বৃত্তিতে থাকিয়া পুরুষ উক্ত নাশবান্ আনন্দ ভোগ করে, সেই বৃত্তির নাম 'আনন্দময় কোষ' "স্বরূপাজ্ঞানমানন্দময় কোষঃ" (পৈঙ্গলোপনিষদ্)। অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মফলভোগকালে চিদানন্দ প্রতিবিম্ববিশিষ্ট এবং ভোগ-সমাপ্তিতে প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় যে আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাকে 'আনন্দময় কোষ' বলা হয়—"কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিরানন্দ-প্রতিবিম্বভাক্। পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে॥" —(পঞ্চদশী ৩।৯)। এই বৃত্তিকে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ-রূপ বলা হয়। ইষ্টবস্তু দর্শনজাত আনন্দের নাম 'প্রিয়-বৃত্তি', ইষ্টবস্তু লাভ-জনিত আনন্দের নাম 'মোদ-বৃত্তি', এবং ইষ্ট-বস্তু-ভোগোৎপন্ন আনন্দের নাম 'প্রমোদ-বৃত্তি'। "কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।" —(পঞ্চদশী, ১।৩৬)।

হে বৎস! এক্ষণে পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখ,—তুমি কে? এই স্থূলশরীর পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত-গঠিত ও জাত এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের অংশোদ্ভূত ২৫ পদার্থ-বিশিষ্ট। এই পঞ্চভূত ও ২৫ পদার্থের তুমি জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা; সুতরাং ইহারা তুমি নহ; এবং ইহাদের সমন্বয়ে সৃষ্ট পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক ষড়্‌ভাব-বিকারশালী রূপাদিমান কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় জড়রূপ, সুখ-দুঃখাদি অনুভব-রূপ ভোগস্থল এই স্থূলদেহ 'তুমি' নহ।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট, দৃশ্যরূপ, স্ব স্ব কার্য্যসাধন বিষয়ে প্রাণ ও মনের আশ্রয়-সাপেক্ষ, স্বভাবতঃ অচেতন জড়রূপ ইন্দ্রিয়গণও 'তুমি' নহ; যেহেতু, তুমি ইহাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা, জ্ঞেয় ও দৃশ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন।

আপাদমস্তক সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত, দেহে বলপ্রদানকারী, ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তনকারী, অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতোৎপন্ন, অচেতন, জড়রূপ প্রাণ ও 'তুমি' নহ; যেহেতু, তুমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। "তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্" (ঐতরেয়, ৩।৪), "ন প্রাণেন নাঽপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন" (কঠ, ২।৫।৫),—ইত্যাদি শ্রুতি-অনুসারে করণরূপ অর্থাৎ জড়রূপ প্রাণের অনাত্মতা প্রমাণিত হইয়াছে।

দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতে আমি ও আমার অভিমান-কারী, কাম-ক্রোধাদি রিপুতে সতত পরিণত, অপঞ্চীকৃত ভূতাং-শোৎপন্ন, অচেতন, বিকারধর্ম্মী মন 'তুমি' নহ; যেহেতু, তুমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা।

জাগ্রদবস্থাতে নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া কর্ত্তৃরূপে বিদ্যমান, সুষুপ্তি মূর্চ্ছা আদি কালে লয়ধর্ম্মী, ভৌতিক, বিকারী, জড়রূপা বুদ্ধি 'তুমি' নহ ; যেহেতু, তুমি ইহার জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" বলিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি (২।৫) বিজ্ঞানময় শব্দদ্বারা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে বুদ্ধির অনাত্মতা প্রমাণিত হইয়াছে ; কারণ, আত্মা গুণাতীত "নির্গুণঃ কেবলশ্চ"।

সূক্ষ্মদেহ—উক্ত ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি-রূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের ১৭ তত্ত্বের সমষ্টি মাত্র। ইহা বহু অবয়ব-বিশিষ্ট, বিকারশীল ও নশ্বর। তুমি ইহার প্রতি অবয়বের এবং তৎসমূহের গুণ ও ধর্ম্মের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী। অতএব, 'তুমি' এই সূক্ষ্মশরীর নহ, ইহা হইতে তুমি স্বতন্ত্র (ভিন্ন)। তুমি ত "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৯)।

এইরূপে বিচার করিয়া দেখ যে, অজ্ঞানাখ্য তমোরূপ জড়ধর্ম্মী কারণ-শরীরও 'তুমি' নহ, তুমি ইহার দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী, ইহা হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ।

অতএব, প্রমাণিত হইল যে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ—এই তিন দেহের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী তুমি ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র (ভিন্ন)।

জাগ্রদবস্থার ঘটনাসমূহ তুমি দেখ ও জান ; অতএব তুমি জাগ্রদবস্থা নহ, তুমি ইহার দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী।

স্বপ্নাবস্থার ঘটনাসমূহ তুমি দেখ ও জান ; সুতরাং তুমি স্বপ্নাবস্থা নহ, তুমি উহার দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী।

সুষুপ্তি-অবস্থার জ্ঞান-রূপ ও অজ্ঞানরূপ অনুভবদ্বয়ের জ্ঞাতা ও সাক্ষী তুমি। সুতরাং, তুমি সুষুপ্তি-অবস্থা নহ; তুমি উহা হইতে স্বতন্ত্র।

ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষীস্বরূপ তুমি এই অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ। অধিকন্তু, জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্ন নাই, স্বপ্নে জাগৃতি নাই, সুষুপ্তিতে জাগৃতি ও স্বপ্ন দুইই নাই, আর জাগৃতি ও স্বপ্নে সুষুপ্তি নাই—এই তিন পরস্পর ব্যতিরেক। অতএব, সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় অস্থায়ী এবং তিন গুণ হইতে উৎপন্ন এই তিন অবস্থা মিথ্যা। কিন্তু, তুমি ইহাদের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতারূপে এই তিন অবস্থায় একরূপে অবস্থিত, এই তিন অবস্থাতে অনুস্যূত থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছ। সুতরাং, এই অবস্থাত্রয় হইতে তুমি স্বতন্ত্র ও বিলক্ষণ। "স্বপ্নে জাগরিতং নাস্তি, জাগরে স্বপ্নতা নহি। দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি হ্যনয়োর্ন চ॥ ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়-বিনির্ম্মিতম্। অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেকশ্চিদাত্মকঃ॥"—(যোগশিখোপনিষৎ, ৪।১১, ১২)।

এক্ষণে পঞ্চকোষের বিষয় বিচার কর। যে কারণে তুমি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহত্রয়ের দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী এবং তাহাদের হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ, সেই কারণ ও বিচার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তুমি পঞ্চকোষের অতীত, পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন স্বরূপ, তাহাদের জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা।

শিষ্য। আমি যখন এ সমস্ত কিছুই নহি, এ সমস্ত হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ, এ সমস্তের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী,—তাহা হইলে 'আমি' কি বা কে?

গুরু। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহ হইতে ভিন্ন; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ হইতে স্বতন্ত্র; জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় হইতে পৃথক্ ও বিলক্ষণ; এবং ইহাদের সকলের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী; বুদ্ধ্যাদিবিষয়ে প্রতিবিম্বরূপে স্থিত এবং আনন্দময় কোষের বিম্বরূপ যে নিত্য আনন্দ, তাহা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন 'আত্মা' নামে অভিহিত। তুমি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মা।

"স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরাদ্ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোশাতীতঃ সন্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দরূপঃ সন্ যস্তিষ্ঠতি স আত্মা"।—(তত্ত্ববোধঃ)।

"যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতঃ॥"

—(বিবেকচূড়ামণিঃ)।

"তৎ ত্বম্ অসি" ।—(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

হে বিদ্বন্! আত্মস্বরূপ তুমি এই স্থূলশরীর নহ, প্রাণ নহ, ইন্দ্রিয়সমষ্টি নহ, তুমি মন নহ, বুদ্ধি নহ, অহঙ্কার নহ অথবা এই সকলের সঙ্ঘাতও নহ,—তুমি ত এই শরীর আদি সকলের সাক্ষী স্ফুরণরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম,—"সাক্ষী স্ফুরণ-মমলং, তত্ত্বমসি হি।" যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাই বাড়ে এবং সময় আসিলে নষ্ট হইয়া যায়। তুমি ত ব্যাপক, অজ ও নিত্য, এই কারণে তোমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। এই যে শরীর, ইহা

কর্ম্মবশে উৎপন্ন হয়, বাড়ে এবং কালে নষ্ট হইয়া যায়। তুমি ত ইহার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াদি সকল অবস্থাতে ইহাতেই থাকিয়াও জ্ঞানস্বরূপ ও সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছ। যাহা সুষুপ্তি সময়েও অন্য প্রকাশ-নিরপেক্ষ থাকিয়াও স্বপ্রকাশরূপ, 'আমি-আমি'-রূপ একভাবে নিত্য ভাসমান, যাহাতে বুদ্ধিজন্য অথবা অপর কোন বিকারহেতু কোনও বিকার সম্ভব হয় না, এরূপ জ্ঞাতা কেবল-জ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই তুমি। নিত্যজ্ঞানময় নিজস্বরূপে আরোপিত আকাশ বায়ু আদি সকল জগতের যিনি জীবনাধার এবং যিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সর্ব্ববস্তুতে চেষ্টা-শক্তি প্রদান করেন, কেবল জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্ম তুমিই। ভগবতী শ্রুতি যাঁহাকে অবিনাশী, ব্যাপক, আদি-মধ্য-রহিত, অব্যক্ত, অক্ষর, কাহারও আশ্রয় না লইয়াও সকলের আশ্রয়-রূপ, অপ্রমেয়, আনন্দমূর্ত্তি, সৎস্বরূপ, অনাময় ও অদ্বিতীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই কেবল জ্ঞানময় শুদ্ধচৈতন্য তুমিই। অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান উদিত হইলে সংসারভয় থাকে না। 'এই সমস্তই আমি'—এই ভাবে যিনি নিখিল সংসারকে আত্মস্বরূপ দেখেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের ভয় কোথা হইতে হইবে? এই কারণে তুমি নির্ভয়, নিত্য, কেবল সুখরূপ, পূর্ণ, ক্রিয়াশূন্য, শান্ত এবং সদা একরূপ ব্রহ্মই। তুমি জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় হইতে পৃথক্, আবার বিজ্ঞাতা হইতে অভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব-বর্জ্জিত নির্ম্মল বোধরূপ ব্রহ্ম তুমিই। অন্তঃকরণের জ্ঞানবত্ত্ব আদি বিকল্প যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এরূপ যিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, অদ্বিতীয়, নির্ম্মল বোধরূপ ব্রহ্ম,—তিনি

তুমিই। এই সকল পদার্থ যাঁহার আকার অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্বরূপ এবং সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সর্ব্বপ্রকার নিষেধের সীমারূপ, সত্যস্বরূপ, নিত্য, অদ্বিতীয়, ব্যাপক, নির্ম্মল, বোধরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা তুমিই, নিত্যসুখরূপ, অখণ্ড, একরূপ, নিরংশ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, পরম অব্যক্ত, শুদ্ধ বোধরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব তুমিই। যাঁহাতে সকল বিশেষের অস্ত হইয়াছে, যাহা আকাশবৎ ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ, যাহা ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, দ্বৈতরহিত, স্বচ্ছ, জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব, তাহা তুমিই। 'ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সত্ত্বাদিগুণশূন্য নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই আমি'—এইরূপ চিত্তের অখণ্ড বৃত্তিযোগে তুমি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে সুস্থিত হও। এই অখণ্ড পরমানন্দলহরীময়ী দ্বৈতজ্ঞানশূন্য নির্ম্মল চিত্তবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ না করিয়া, তুমি আত্মাভিন্ন পরব্রহ্মে নিরন্তর নিমগ্ন থাক,—এই সুখরূপ চিত্তবৃত্তিদ্বারা প্রারব্ধ-ভোগ ক্ষয় করিতে থাক।

"ন ত্বং দেহোঽসি দৃশ্যত্বা-দুপজাত্যাদি-মত্ত্বতঃ।
ভৌতিকত্বা-দশুদ্ধত্বা— দনিত্যত্বা-ত্তথৈব চ॥
অদৃশ্যো রূপহীন স্ত্বং জাতিহীনোঽপ্যভৌতিকঃ।
শুদ্ধো নিত্যোঽসি দৃগ-রূপো ঘটো যদ্বন্ন দৃগ্‌ভবেৎ॥
ন ভবানিন্দ্রিয়াণ্যেষাং করণত্বেন যা শ্রুতিঃ।
প্রেরকস্ত্বং পৃথক্ তেভ্যো ন কর্ত্তা করণং ভবেৎ॥
ন মনস্ত্বং ন বা প্রাণো জড়ত্বাদেব চৈতয়োঃ।
গতমন্যত্র মে চিত্ত-মিত্যন্য-ত্বানুভূতিতঃ॥
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতঃ প্রাণো মমায়ং চেতি ভেদতঃ।

তয়োর্দ্রষ্টা পৃথক্ তাভ্যাং ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ যথা ॥
নানারূপবতী বোধে সুপ্তৌ লীনাতিচঞ্চলা।
যতো দৃগেকরূপস্ত্বং পৃথক্ তস্য প্রকাশকঃ ॥
বিশ্বমাত্মানুভবতি তেনাসৌ নানুভূয়তে।
বিশ্বং প্রকাশয়ত্যাত্মা তেনাসৌ ন প্রকাশ্যতে ॥
ঈদৃশং তাদৃশং নৈতন্ন পরোক্ষং সদেব যৎ।
তদ্‌ব্রহ্ম ত্বং দেহাদি দৃশ্যরূপোঽসি সর্ব্বদৃক্ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মান্ যঃ স্বাত্মন্যারোপয়ন্মৃষা।
কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী চ বাচ্যার্থ স্ত্বং-পদস্য সঃ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদি সাক্ষী য স্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ।
স্বয়ং-বোধস্বরূপত্বা-ল্লক্ষ্যার্থ স্ত্বং পদস্য সঃ ॥
বেদান্তবাক্যসংবেদ্য-বিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়ম্।
বিশুদ্ধং যৎ স্বসংবেদ্যং লক্ষ্যার্থ স্তৎ-পদস্য সঃ ॥
সামানাধিকরণ্যং হি পদয়ো স্তত্ত্বমোর্দ্বয়োঃ।
সম্বন্ধ স্তেন বেদান্তৈ র্ব্রহ্মৈক্যং প্রতিপাদ্যতে ॥
তথৈব প্রকৃতে তত্ত্বমসীত্যত্র শ্রুতৌ শৃণু।
প্রত্যক্ত্বাদীন্ পরিত্যজ্য জীবধর্ম্মাং স্ত্বমঃ পদাৎ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্ব-পরোক্ষাদীন্ পরিত্যজ্য ততঃ পদাৎ।
শুদ্ধং কূটস্থ-মদ্বৈতং বোধয়ত্যাদরাৎ পরম্ ॥
তৎ-ত্বমোঃ পদয়ো-রৈক্য-মেবং তত্ত্বমসীত্যলম্।
ইত্থ-মৈক্যাববোধেন সম্যগ্ জ্ঞানং দৃঢ়ং নয়ৈঃ ॥
প্রতিপাদ্যং তদেবাত্র বেদান্তৈ র্ন দ্বয়ং জড়ম্।
সুখরূপং চিদদ্বৈতং দুঃখরূপ-মসজ্জড়ম্ ॥

সদসন্ন বিরুদ্ধত্বা-দতোঽনির্ব্বাচ্যমেব তৎ।
যঃ পূর্ব্বমেক এবাসীৎ সৃষ্ট্বা পশ্চাদিদং জগৎ॥
প্রবিষ্টো জীবরূপেণ স এবাত্মা ভবান্ পরঃ।
সচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্মৃত্যাত্মতয়া পরম্॥
জীবভাব-মনুপ্রাপ্তঃ স এবাত্মাসি বোধতঃ।
অদ্বয়ানন্দচিন্মাত্রঃ শুদ্ধঃ সাম্রাজ্য-মাগতঃ॥
বস্তুতো নিষ্প্রপঞ্চোঽসি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ।
ন তে বন্ধ-বিমোক্ষৌ স্তঃ কল্পিতৌ তৌ যতস্ত্বয়ি॥"

—(তত্ত্বোপদেশঃ)।

'ত্বং-পদের প্রতিপাদ্য তুমি শরীর নহ; কারণ, দেহ—দৃশ্য জড়, ব্রাহ্মণত্বাদি অবান্তর-জাতিযুক্ত, পঞ্চভূত-নির্ম্মিত, অশুদ্ধ ও অনিত্য॥ কিন্তু ত্বং-পদ-প্রতিপাদ্য তুমি রূপহীন, জাতিশূন্য, ভূতসম্ভূত নহ, তুমি শুদ্ধ ও নিত্য এবং জ্ঞানরূপ, ঘটাদি জড় বস্তু যেমন জ্ঞানস্বরূপ হয় না, দেহও সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ হয় না॥ ত্বং-পদ-প্রতিপাদ্য তুমি ইন্দ্রিয়সমূহ নহ; কারণ, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণকে 'করণ' বলা হইয়াছে। তুমি সেই ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক কর্ত্তা, এইজন্য সেই সকল ইন্দ্রিয় হইতে তুমি ভিন্ন; কারণ, কর্ত্তা কখনও করণ হয় না॥ তুমি মন নহ, প্রাণও নহ; কারণ, এই দুইটি জড় পদার্থ। আমার মন অন্যত্র গিয়াছে, এইরূপ অনুভববশতঃ মন হইতে আত্মা পৃথক্ (জানা যায়)॥ আমার প্রাণ এবং তাহা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হইয়াছে—এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকায় ঘটের দ্রষ্টা যেমন ঘট হইতে পৃথক্, সেইরূপ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্রষ্টা আত্মা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত প্রাণ হইতে পৃথক্। সুতরাং প্রাণ আত্মা নহে॥

জাগ্রৎকালে বুদ্ধি নানা রূপ ধারণ করে, সুতরাং অত্যন্ত চঞ্চল হয়, সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি কারণে লয় পায়। যেহেতু তুমি একমাত্র দৃক্‌স্বরূপ ও বুদ্ধির প্রকাশক, সেহেতু বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, সুতরাং বুদ্ধিও আত্মা নহে॥ আত্মা বিশ্বকে অনুভব করেন, বিশ্বকর্ত্তৃক আত্মা অনুভূত হন না ; আত্মা বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশ্বকর্ত্তৃক আত্মা প্রকাশিত হন না॥ যাহা সৎস্বরূপ, তাহা 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলা যায় না, তাহা পরোক্ষও নহে, সকলের দ্রষ্টা তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি দেহাদি দৃশ্য পদার্থ নহ॥ যিনি মিথ্যাভূত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অভিমানী হন, তিনিই ত্বং-পদের বাচ্য অর্থ॥ যিনি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাক্ষী ; দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণভাবে (পৃথক্‌ভাবে) প্রকাশ পান, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তিনি ত্বং-পদের লক্ষ্যার্থ॥ যিনি একমাত্র বেদান্তবাক্যের দ্বারা জ্ঞেয়, যিনি বিশ্বের অতীত, অবিনাশী, অদ্বিতীয় ও বিশুদ্ধ, যিনি স্বয়ং প্রকাশ, তিনিই তৎপদের লক্ষ্যার্থ॥ (তৎ-পদের বাচ্যার্থ সগুণ ঈশ্বর, যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলা হয়।)॥ 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্'—এই দুইটি পদের সামানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধ, অতএব বেদান্তবাক্যসমূহের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে॥ (যে স্থলে দুইটি পদ বিভিন্নরূপে একটি বস্তুর প্রতিপাদক হয়, তাদৃশ সমান বিভক্তিযুক্ত একার্থ-প্রতিপাদক পদদ্বয়কে সমানাধিকরণ বলে। তাহাদের সম্বন্ধই 'সামানাধিকরণ্য' ; তৎ ও ত্বং পদের মধ্যে সেই সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধ আছে।)॥ সেইরূপ প্রকৃত স্থলে 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিতে

কিরূপ লক্ষণা হইবে—তাহা শ্রবণ কর। ত্বংপদপ্রতিপাদ্য জীবধর্ম্ম [অল্পজ্ঞত্ব] ও প্রত্যক্‌ত্বপ্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া এবং তৎপদপ্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পরোক্ষত্ব-প্রভৃতি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রুতি আদরপূর্ব্বক কেবল শুদ্ধ, কূটস্থ অদ্বৈতবস্তুকে বুঝাইতেছেন॥ 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্য তৎ ও ত্বং-পদের ঐক্য সম্যগ্‌রূপে বুঝাইতেছে। এরূপ ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যুক্তির দ্বারা দৃঢ় সম্যক্ জ্ঞান হয়॥ সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, কিন্তু দ্বৈত জড় বস্তুকে বেদান্ত প্রতিপাদন করে না। কারণ, জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আনন্দরূপ এবং জড় বস্তু মিথ্যা ও দুঃখরূপ॥ জগৎ সদসৎস্বরূপ নহে; কারণ, তাহা বিরুদ্ধ; অতএব তাহা অনির্ব্বাচ্য। যিনি পূর্ব্বে একমাত্র ছিলেন, তিনিই পরে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আর তুমিই সেই পরমাত্মা। তুমি স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ; কিন্তু নিজের পরমাত্মভাব বিস্মৃত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ; তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে তুমি সেই অদ্বিতীয়-আনন্দচিৎস্বরূপ শুদ্ধ সাম্রাজ্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাস্বরূপেই থাক॥ বাস্তবিকপক্ষে তুমি প্রপঞ্চাতীত এবং স্বভাবতঃ নিত্যমুক্তস্বরূপ, তোমাতে বন্ধন ও মোক্ষ নাই; কারণ, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ তোমাতে কল্পিত॥'

বোধন-গীতি

(১)

চৈতন্যকে ভিন্ন ভাব শরীর হইতে।
পরম আনন্দ তুমি পাইবে ইহাতে ॥
দেহজ সম্বন্ধ জানি বন্ধন-কারণ।
আশ্রম আর বর্ণাদি' ত্যজ অভিমান ॥
আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর অমর-রূপে কর বিচরণ ॥

(২)

গতধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি দুঃখলেশহীন।
কর্ত্তা-ভোক্তা-ধর্ম্ম শোভে মূর্খে অনুদিন ॥
দৃশ্য হতে দূরতর দ্রষ্টামাত্র-সার।
সর্ব্বভূত-সাক্ষী তুমি জন্ম-মৃত্যু-পার ॥
আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর অমর-রূপে কর বিচরণ ॥

(৩)

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তোমার স্বরূপ।
নির্ব্বাসন নিরাকাঙ্ক্ষ সদানন্দরূপ ॥
বীতরাগভয়ক্রোধ সত্য সনাতন।
সমদুঃখসুখ ধীর চিরশান্ত মন ॥
আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর অমর-রূপে কর বিচরণ ॥

(৪)

বীতশোক নিরায়াস কামগন্ধহীন।
উদাসীন সুখাসীন আত্মক্রীড়-লীন॥
নিত্যযুক্ত গুণাতীত চিদানন্দময়।
নিষ্কল নিষ্ক্রিয় তুমি নির্ম্মল অভয়॥
আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর অমর-রূপে কর বিচরণ॥

(৫)

"শঙ্কর" জঙ্গম-তীর্থ একরস-সার।
একরূপ বহুরূপ অচল অপার॥
সর্ব্ব-অধিষ্ঠান তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
অসঙ্গ অচ্যুত আত্মা তুমি নিরঞ্জন॥
আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর অমর-রূপে কর বিচরণ॥

ইত্যোম্—শ্রীস্বামী শঙ্করতীর্থ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

পরিশিষ্ট

(১)

সৃষ্টিক্রম

পরমশান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু সদাই পূর্ণ—কেবলাদ্বৈত। ইনি আনন্দস্বরূপ, ইনিই চিৎ। চিন্মাত্র প্রভু প্রথমে অজ্ঞান কল্পনা করেন। চিৎ অর্থ জ্ঞান। চিৎস্বরূপ প্রভু যখন সৃষ্টি সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁহার ভাবনাময়ী স্পন্দনশক্তি দেখিয়া 'আমি আর কিছু' এই যে ভাব হয়—ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মের অজ্ঞান-কল্পনা। জ্ঞান তখন অজ্ঞানে মিশ্রিত হয়। 'আমিই আছি' ইহাই জ্ঞান। ইহার সহিত 'আমি আর কিছু' এই অজ্ঞান মিশ্রিত হয়। কেবল আমি আছি, তথাপি, আমি থাকিয়াও আমি ভুলিয়া অন্য কিছুমত হওয়াই প্রকৃতি। অজ্ঞানোপহত চিৎই 'প্রকৃতি'। পরম চিৎ যিনি, তিনি অখণ্ড পরমাত্মা। অজ্ঞানোপহত চিৎ যিনি, তিনি খণ্ড জীবাত্মা। অখণ্ড প্রকাশের যে মায়া আবরণ, তদ্দ্বারাই 'জীব-ভাব'। জীবভাবটি প্রকাশের আবরণ জন্যই ঘটে। এই আবরণটি সরাইলেই মুক্তি, পরম প্রকাশে স্থিতি। জ্ঞানলাভ করা অর্থ আর কিছুই নহে, প্রকাশের অজ্ঞানরূপ আবরণটি সরাইয়া ফেলা। এই আবরণটি অবিদ্যা বা মায়া। রজক যেমন ছাগবিষ্ঠারূপ ক্ষার দ্বারা বস্ত্রের মল ক্ষালন করে, সেইরূপ সাত্ত্বিক বুদ্ধি, অবিদ্যা বা বেদোক্ত কর্ম্মাদি দ্বারা প্রকাশের আবরণটি ভঙ্গ করিলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

চিৎ স্বপ্রকাশ। "আমি বহু হইব" এই স্পন্দন—এই ভাবনা—এই সঙ্কল্পই মায়া। মায়ার মধ্যে অনাদি বাসনা-সংস্কার আছে—মায়া গ্রহণে ব্রহ্ম যেন স্বভাবতঃ "আমি বহু হইব" এই ভাবে স্পন্দিত হয়েন। ফলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। তথাপি এই মায়িক সৃষ্টি হইতেছে বলা হয়। এই কারণে চিৎ দ্বিবিধ বলা হয়। "কূটস্থ চৈতন্য পরমশান্ত নির্ব্বিকল্প" পরিপূর্ণ ব্যাপক সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থিত। আর মায়াশবলিত চিৎটি চঞ্চল, ব্যষ্টি-সমষ্টি তুলিতে উন্মুখ, কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপ। এই মায়াশবলিত চিৎ সঙ্কল্পবলে আপনাকে জীব ভাবনা করেন। ইহাই পরাপ্রকৃতি—চেতনপ্রকৃতি। চেতন-প্রকৃতি বলিবার কারণ এই যে, অগ্নির উত্তাপের মত, বায়ুর স্পন্দনের মত, এই চেত্যভাবটি প্রকৃতি অথচ চেতনাত্মিকা। জীব যাহাকে বলা হয়, তাহা এই প্রকৃতি-উপহিত চৈতন্য।

অচেতন প্রকৃতি পরমাত্মার উপরেই ভাসে। কাজেই যেখানে প্রকৃতি আছে, সেইখানে তদাচ্ছন্ন চেতনও আছে। সে চেতন যেন খণ্ডিত। তবেই দেখ ভূতসকল চিজ্জড়-মিশ্রণে জাত। পরমাত্মা অখণ্ড চৈতন্য। পরমাত্মা হইতেই [প্রকৃতিকে দ্বার করিয়া] এই চিজ্জড়মিশ্রণরূপ সৃষ্টি। আবার মহাপ্রলয়ে সমস্ত ভূত স্পন্দনাত্মিকা প্রকৃতিতে প্রথমে লয় হয়, পরে প্রকৃতি আবার পরমাত্মাতে লয় হয়। পরাপ্রকৃতি বা চেতনপ্রকৃতি জীবই **পুরুষ** এবং জড় (অচেতন) প্রকৃতিই **প্রকৃতি**। এই 'পুরুষ' পরমাত্মার যেন 'অংশ' আর 'প্রকৃতি' পরমাত্মার মনোময়ী স্পন্দনাত্মিকা 'শক্তি'। এই কারণে বলা হয়, প্রকৃতি ও পুরুষ সেই পরমপুরুষ হইতে জন্মে এবং শেষে সেই পরমপুরুষেই লয় হয়। আর সমস্ত জীব ও জড়—এই প্রকৃতি

পুরুষ হইতে জাত। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি সত্য, কিন্তু অনন্ত নহে। মহাপ্রলয়ে কেহই থাকেন না, থাকেন একমাত্র পরমাত্মা বা পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম।

যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর তাঁহাকেই নির্গুণ বা গুণাতীত ব্রহ্ম বলা হয়। আবার যখন শক্তি শক্তিমানের সহিত মিশিয়া থাকেন, তখন সেই শক্তি বা প্রকৃতিকে কেহ কেহ নির্গুণ প্রকৃতিও বলেন। নির্গুণ ব্রহ্মও যাঁহার নাম, নির্গুণ প্রকৃতিও তাঁহার নাম। শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদ অবস্থা, তাহাকে ঐ দুয়ের কোন নামে অভিহিত করায় কোন দোষ হয় না। যাঁহারা শক্তি-উপাসক, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্ম না বলিয়া, নির্গুণ প্রকৃতি বলিতে ভালবাসেন। ভগবান্ পতঞ্জলি যেখানে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন বলিতেছেন, সেখানে তিনি নির্গুণ প্রকৃতির বা পরমপুরুষের কথা বলিতেছেন না জানিও।

স্পন্দন হইতে এই জগৎ—আর স্পন্দন বা চেত্যভাব মহাপ্রলয়-কালে সমস্ত বিনাশ করিয়া যখন আপন চিৎকে স্পর্শ করে—যখন মহাপ্রলয়ে মহাকালী সমস্ত সৃষ্টি গ্রাস করিয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাকালকে আলিঙ্গন করেন, তখন এই স্পন্দনাত্মক জগৎসৃষ্টির অবসান হয়। তখন পরমশান্ত ব্রহ্মই থাকেন। আবার তিনি মায়া গ্রহণ করেন—আবার সৃষ্টি হয়—আবার মহাপ্রলয় হয়।

যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই পরমশান্ত পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রকৃতি বিচিত্র সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েন, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও খণ্ড 'মত' হয়েন। আবার সেই পরমাত্মা দ্বারাই প্রকৃতি প্রলয়ের জন্য চালিত হয়েন। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে চ

চরাচরম্।” “অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।” প্রকৃতি নাচিয়া নাচিয়া পরমাত্মা হইতে সরিয়া যাইলেই সৃষ্টি। আবার প্রকৃতি তাঁহার আহ্বানে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই প্রলয়। প্রকৃতি সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া শেষে পরমাত্মাতে যখন ডুবিয়া যান, তখন সেই শিব শান্ত পরমপুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। কোন 'রূপ' আর তাঁহার থাকে না। বিধি, বিষ্ণু, রুদ্রাদি রূপ ত্যাগ করিয়া তিনি আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠারূপ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

মহাপ্রলয়কালে যখন প্রবল পরাক্রান্ত ভূতসমূহ ক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিতে ছুটিতে থাকে, তখন প্রথমে পৃথিবীকে জলরাশি গ্রাস করে। পৃথিবীর কারণ জল। কার্য্য কারণেই লয় হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। পৃথিবীর সার যে গন্ধতন্মাত্র তাহা জলের সার রসতন্মাত্রে লীন হইয়া যায়। যখন পৃথ্বী জলরূপে পরিণত হয়, তখন আবার ঐ জলরাশি অগ্নি ও সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, আর রসতন্মাত্র রূপতন্মাত্রে নিঃশেষ হয়। আবার বায়ু অগ্নিরাশিকে আত্মসাৎ করে, আর সূর্য্য উত্তাপকে গ্রাস করেন। রূপতন্মাত্র তখন স্পর্শতন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পরে বায়ুরাশি আকাশে লীন হয় এবং স্পর্শতন্মাত্র আর থাকে না—থাকে শব্দতন্মাত্র। শব্দতন্মাত্র তামস অহঙ্কার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, কারণ তামস অহঙ্কার হইতে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র জন্মে ;—এই সময়ে পৃথ্বী আদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত থাকে না—শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র থাকে না—দেহাদি স্থূল পদার্থ ত পূর্ব্বেই নষ্ট হয়, এক ঘনীভূত সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহ তৈজস অহঙ্কারে

অর্থাৎ রাজস অহঙ্কারে লয় হয় আর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কারে লয় প্রাপ্ত হয়। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহামন তখন অহঙ্কারকে গ্রাস করে এবং মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে সত্ত্ব রজঃ তমঃ-গুণান্বিতা প্রকৃতি বা অব্যক্ত। সত্ত্ব রজঃ তমের বৈষম্যাবস্থা থাকে না—যিনি থাকেন তিনি আদ্যাপ্রকৃতি, তিনি অনির্ব্বচনীয়া। ইনি অব্যক্তা, ইনিই মায়া, ইনিই স্পন্দনাত্মিকা। পুরুষস্পর্শে স্পন্দন আর থাকে না—থাকেন চলনরহিত সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষই শিব, দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ আদি মূর্ত্তিতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন।

ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি—পরা (চেতনাত্মিকা) ও অপরা (জড়া)। ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না যে প্রকৃতি তাহা 'অপরা' ; অপরা প্রকৃতি সংসারের হেতুভূতা। 'পরা' প্রকৃতি যিনি, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ ঈশ্বরস্বরূপা। এই দুই প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হন—"দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকাঽষ্টধা ভিন্নাঽপরা সংসারহেতুত্বাৎ। পরা চাঽন্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণেশ্বরাত্মিকা। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতি-লয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে।"

সুষুপ্তিতে যেমন কোন কিছুই অনুভূত হয় না—অথচ সুষুপ্তিভঙ্গে সকলেই বলেন, বেশ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কোন কিছুই আর ছিল না ; এই কোন কিছু ছিল না—এইটি যেন সকলেই স্মৃতিতে আনিতে পারেন, যেন সকলেই বুঝিতে পারেন—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা বুঝাইতে হয় না। সুষুপ্তিতে কোন কিছুই আর ছিল না—ইহার পরেই, অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যেন

আর একটি অনুভব বা অনুমান থাকে—কোন কিছুই ছিল না, কেবল আমিই ছিলাম। এইটিকে 'আপনি আপনি' বলা হইতেছে। ইহার দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের—অদ্বয় ব্রহ্মের আভাস পাওয়া যায়। ইহার পরেই সগুণ ব্রহ্ম। ইনি মায়াশক্তিমৎ। ইনিই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম, অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি নামে শাস্ত্রে কথিত হন। নির্গুণ ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত স্বরূপ। তিনিই স্বরূপ।

যিনি নির্গুণ পুরুষ, তিনি সত্যময়, তিনি মহাস্বান্, তিনি মায়াময় সংসারের উর্দ্ধে বাস করেন, প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তম-গুণদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই পারে না। 'পুরুষসূক্ত' এই তুরীয় পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ"। "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"। আর যিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনি মায়াপরিচ্ছিন্ন হইয়াই যেন পঞ্চধা পঞ্চাত্মা হইয়াছেন। "পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ"। অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন শক্তির সহিত অভেদাবস্থায় স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাই আত্মমায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পাঁচ প্রকার হইয়াছেন।

ভূতাত্মা চ চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥

ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা, প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা—এই পঞ্চ ভাগ। ভূত বা দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি বা প্রধান, বুদ্ধির বা প্রধানের আত্মা সগুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মই প্রকৃতিযুক্ত চিন্ময় পুরুষ আর নির্গুণ ব্রহ্ম আপনিই আপনি অথবা প্রকৃতিবিযুক্ত চিন্ময় পুরুষ।

পঞ্চধা পরমাত্মা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত—তিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, আকাশ, দশ দিক সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বর্ত্তমান জগৎ, তিনিই অতীত জগৎ ও ভবিষ্যৎ জগৎ। বেদান্ত-বিচার দ্বারা সর্ব্বাত্মকরূপে নিশ্চিত হন বলিয়া তিনি 'জিজ্ঞাসা-কৢপ্ত'। প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনিই জগৎ-স্বরূপ বলিয়া তিনি 'ঋতজ'। গুরূপদেশে তিনি অবস্থান করেন বলিয়া তিনি 'রয়িষ্ঠ' (রয়ি=ধন= গুরূপদেশ)। তিনিই 'শ্রদ্ধা'স্বরূপ (শ্রদ্ধা ভিন্ন জ্ঞান কোথায় হয় ?)—

"স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চত্মা, যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ, স বৈ সর্ব্বমিদং জগৎ, স ভূতং স ভব্যজ্জিজ্ঞাসাকৢপ্ত ঋতজা রয়িষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সত্যো মহাস্বাংস্তমসো পরিষ্ঠাৎ।"

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

খণ্ড জীব চৈতন্য, অখণ্ড পরমশান্ত পরমপদে প্রবেশ করিয়া স্থিতিলাভ না করা পর্য্যন্ত, কিছুতেই শান্তি পাইবে না। প্রকৃতির সহিত যুক্ত বলিয়াই জীব পরমপদে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। অথচ চৈতন্য ও প্রকৃতি ভিন্ন পদার্থ। পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় ইহারাই। যিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরা প্রকৃতি। অপরা হইতে পরা ভিন্ন হইলেও যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম— "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

আত্মা একই। তিনি নির্গুণ। নির্গুণ যিনি তিনি অসঙ্গ। ইনিই ব্রহ্ম। গুণ-সঙ্গ ঘটিলেই তাঁহাকে ঈশ্বর, জীবাত্মা, মুক্তাত্মা ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। মায়ার সহিত সম্বন্ধ হইলে তিনি ঈশ্বর ;

অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ হইলে তিনি জীব; আবার অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে তিনি মুক্তাত্মা। মায়া এক; অবিদ্যা মায়ার খণ্ডভাব মাত্র, ইহা বহু। মায়া এক বলিয়া মায়া-প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর এক। অবিদ্যা বহু বলিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বহুরূপে অনুমিত অর্থাৎ জীব বহু।

সাংখ্যবৃদ্ধ যে বলেন "জন্মমরণকারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈবেতি" অর্থাৎ জন্ম হইতেছে, মৃত্যু হইতেছে, কোন পুরুষ সত্ত্বগুণের, কোন পুরুষ রজঃপ্রবল, কোন পুরুষ তমঃপ্রধান—বিশেষ আত্মা যদি এক, এক মনুষ্যের আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে—একজনের মৃত্যু হইলে যখন সকল আত্মা মরে না—এক জীবের মাথা ধরিলে সকল জীবের যখন মাথা ধরে না, তখন পুরুষ ত ভিন্ন ভিন্ন হইল।

ইহার উত্তর।—এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ-হেতু কোথাও পিতা, কোথাও পিতৃব্য, কোথাও সখা, কোথাও জামাতা, কোথাও স্বামী, কোথাও শ্যালক, কোথাও শ্বশুর—ইহা ত দেখা যায়। উপাধি জন্য পৃথক্ নাম হইলেও পুরুষটি একজনই। তারপর একজন পুরুষই কখন সুখী, কখন দুঃখী, কখন নিদ্রিত, কখন জাগ্রত ইত্যাদি বহু অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যে চৈতন্যশক্তিকে পুরুষ বলা হয় তিনি কিন্তু এক। এই চৈতন্যটি মরে না—মরে দেহ। এই চৈতন্যটি সুখীও নহেন, দুঃখীও নহেন; এই চৈতন্যটি অন্ধও নহেন, খঞ্জও নহেন; স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। তবে চৈতন্য এক থাকিলেও বহু প্রকৃতির ভাব তাঁহাতে আরোপ হইলে, বহুগুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইলে—গুণের উদয় ও লয় হেতু, দেহের জন্ম ও মৃত্যু হেতু

বলা হয়, আত্মা জন্মিল, আত্মা মরিল। আত্মা দেহের সহিত যুক্ত হইয়াই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থা মাত্র প্রাপ্ত হয়েন—অর্থাৎ শক্তির ব্যক্তাবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সেই নির্গুণ, অব্যক্ত, অক্ষর পুরুষ দেহরূপে ব্যক্ত হইলেন, দেহের বিনাশে মৃত হইলেন; কিন্তু যথার্থতঃ তিনি ব্যক্তও হইলেন না, জন্মিলেনও না, মরিলেনও না।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই যখন নির্গুণ, অসঙ্গ, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন তখন আবার ত্বং ও তৎ এই উভয়ের অভেদত্ব স্থাপনের আবশ্যকতা কি রহিল?

ইহার উত্তর।—উপাধিশূন্য হইলেই উভয়ে এক আর উপাধিযুক্ত হইলেই পৃথক্। জীবাত্মাই উপাধি-বিশিষ্ট, পরমাত্মার কোন উপাধি নাই। আত্মা উপাধিযুক্ত হইয়া কখন মায়াধীশ ঈশ্বর, কখন অবিদ্যাধীন জীব। মায়াধীশ ঈশ্বর যখন তিনি, তখন তিনি "অন্তঃপ্রবিষ্টো জনানাং শাস্তা" জনসমূহের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি শাসনকর্ত্তা।

ব্যবহার দশায় শাস্য ও শাসক ভাব আছে, তাহাতেই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। কিন্তু সাধক যখন বিচার দ্বারা 'আপনিই আপনি' এই ভাব উপলব্ধি করেন—যখন তিনি আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, যখন নির্গুণভাবে স্থিত হয়েন, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহার শাসন করিবে? শ্রুতি বলেন, জ্ঞান অবস্থায় কোথাও ভেদ নাই, অজ্ঞান অবস্থাতেই ভেদাভেদ।

জীব ও ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই। মায়া ও অবিদ্যা আচ্ছাদনেই ভেদাভেদ। মায়াটাই উপাধি। সাধনা দ্বারা উপাধি মিথ্যা বোধ হউক—শুধুই ব্রহ্ম তখন। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানের

অপরোক্ষানুভূতিই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানলাভ জন্য প্রকৃতির সহিত আত্মতত্ত্ব জানা আবশ্যক। জানিয়া ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক্ এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞই আমি, ইহা জানিলেই মুক্তি। অপরাপ্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি সহ পরমাত্মার তত্ত্ব বিচার দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ "আপনিই আপনি" ইহার অনুভূতি হইলেই জীবের সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি হইল। ইহারই নাম প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তিই মুক্তি।

এইটি স্থির নিশ্চয় করিও যে চিৎই একমাত্র বস্তু। চিতের চেত্য ভাবটি বাস্তবিক সঙ্কল্প মাত্র। চেত্যভাব হইতেই এই জগৎ। চিৎটি 'আপনি আপনি'। এইটি মাত্র আছেন—অন্য যাহা কিছু তাহা সঙ্কল্পশক্তি দ্বারা বা মায়া দ্বারা কল্পিত মাত্র অর্থাৎ তাহা মায়ারই রূপ। তুমি অন্য যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু দৃশ্যজাত—এই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, মানবজাতি, বৃক্ষজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি, যাহা কিছু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিতে আছে, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া—"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ। সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥" শ্রুতি বলেন—"ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি। ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥"

ক্ষেত্রটি কি তাহা জান—আর ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জান—ইহাই জ্ঞান। ইহার দ্বারা সংসার-বন্ধন বা অবিদ্যা ছুটিয়া যাইবে। চৈতন্য জড় হইতে পৃথক্ এই জ্ঞানই জ্ঞান। এই জ্ঞান অনুভূত হউক, 'আপনিই আপনি' ভাবে স্থিতি হইল। ইহাই জ্ঞানীর অভিলাষ।

প্রকৃতি জড় হইলেও প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থাটি 'হ্লাদিনী শক্তি'। হ্লাদিনী শক্তিই "আপনিই আপনি" স্বরূপকে সগুণ করে, রূপবান্ করে। শুদ্ধ সত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়াই ইনি প্রেমময়, আনন্দময়—নতুবা শুধু প্রেম, শুধু আনন্দ যাহা, তাহা 'আপনিই আপনি'। প্রচুর অর্থে ময়ট্ প্রত্যয়। এই প্রচুর আনন্দ জন্যই নির্গুণের সগুণে আগমন।

ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ক্ষেত্রকে বিভিন্ন জানিয়াও যাঁহারা 'আপনিই আপনি' ভাবে স্থিতি ইচ্ছা করেন না—স্বরূপে স্থিতি যাঁহাদের রুচিকর নহে, তাঁহারা ভক্ত। পরন্তু ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতির স্বভাবই 'মিশ্রন'। অগ্রে মিলন, পরে মিশ্রন। মিলন হইলেই আপনা হইতেই মিশ্রন হইয়া যায়—'আপনিই আপনি' হইয়া যায়। ইহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। "প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!"

এখানে আরও মনে রাখিও যে, শুধু জ্ঞানের কথা শুনিলে, এমন কি বিশ্বরূপ দেখিলেও সাধক হয় না। ইহার প্রমাণ অর্জ্জুন। অর্থাৎ শুধু শুনিলে বা দেখিলেও জ্ঞান হয় না—সাধনা চাই। ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও বিচার চাই। তবেই সমস্ত হয়—নতুবা সব 'মৌখিক'।

সৃষ্টি-কথা

শ্রুতি বলেন—"পূর্ব্বমেকমেবাঽদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ। তস্মাদ-ব্যক্তমেকাঽক্ষরম্। তস্মাদক্ষরান্মহৎ। মহতোঽহঙ্কারঃ। তস্মাদ-হঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। তেভ্যো ভূতানি।"—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই

ছিলেন। ব্রহ্ম হইতে মায়া বা প্রকৃতি বা অব্যক্ত বা অক্ষর। অক্ষর হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র। তাহা হইতে পঞ্চভূত॥ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মায়াও তিন প্রকার এবং অহঙ্কারও তিন প্রকার। শ্রুতি বলেন—"মায়া সা ত্রিবিধা প্রোক্তা সত্ত্বরাজসতামসী"। আর সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয় দেবতাগণ; রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম তন্মাত্র সৃষ্ট হয়। এই তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত বা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত পঞ্চীকৃত হইলে স্থূল মহাভূতের সৃষ্টি হয়। স্থূল পঞ্চ মহাভূত হইতে অখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে—"তেভ্যোঽখিলং জগৎ।"

যাহার যাহার ব্যক্তাবস্থা বা প্রকাশাবস্থা থাকে, তাহার তাহারই কোন সময়ে না কোন সময়ে অব্যক্তাবস্থা বা অপ্রকাশা-বস্থা ছিল। এই ব্যক্ত বিচিত্র দৃশ্য জগতের সমস্ত বস্তুই এক-কালে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত!" অব্যক্ত অবস্থাই 'কারণ অবস্থা'। আর বক্তাবস্থাই 'কার্য্যাবস্থা'। এই অব্যক্তাবস্থা, কারণ অবস্থা বা বীজাবস্থার নাম অব্যক্ত।

ইহার আর একটি নাম প্রকৃতি। প্রকৃষ্টরূপে কর্ম্ম করেন ইনিই, অথচ ইনি জড়।

অব্যক্তই মূল কারণ। কারণটি কার্য্যরূপে পরিণত হইলে দেখা যায়—যাহাকে মূল কারণ বলা যায়, তাহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ আছে। এই তিন গুণ সর্ব্বদা একসঙ্গে

থাকে। এই তিন গুণ যখন তুল্য বলে তুষ্ণীম্ভাবে থাকে, তখনই বলা হয় গুণসকল সাম্যাবস্থায় আছে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে বলে **অব্যক্ত প্রকৃতি**। এই দৃশ্য প্রপঞ্চের মূল কারণ যাহা তাহাই এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি—**"প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্"**। **"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"**। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রকৃতি অব্যক্ত, কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া ইনি অব্যক্ত, ব্যক্তবিশ্বের অব্যক্তাবস্থা বলিয়া ইনি **অব্যক্ত প্রকৃতি**। বেদান্ত এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে **অজ্ঞান** বলেন, কারণ ইহা আপনাকে আপনি জানে না বলিয়া জড়।

ইহার আর একটি নাম **প্রধান-প্রকৃতি**। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে বলিয়া বীজই প্রধান, সেইরূপ এই ব্যক্তবিশ্ব সেই অব্যক্তেই লুক্কায়িত ছিল বলিয়া ইনি প্রধান-প্রকৃতি।

মূল-প্রকৃতি ইহার আর এক নাম। ইহাই বিশ্বের মূল, বীজ বা কারণ বলিয়া ইহা মূল-প্রকৃতি।

প্রকৃতি কারণ হইলেও ইহা অচেতন, ইহা জড়। চেতনের সান্নিধ্যবশতঃ ইহাকে চেতনসদৃশ বোধ হয়। এইজন্য ইহাকে **চিদাভাসও** বলে। ইনি দৃশ্যবস্তুর উপাদান সত্য কিন্তু শক্তিমান না থাকিলে শক্তি থাকিবে কোথায়? সেইজন্য শক্তি জড়।

বেদান্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ **পরব্রহ্মের** এই অনির্ব্বচনীয় শক্তির নাম দিয়াছেন **মায়া**।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ "আপনিই আপনি" অবস্থা হইতে এই বিশ্বরূপ অবস্থায় যে আইসেন, তাহা এই অনির্ব্বচনীয়া শক্তি আনেন বলিয়া। শক্তি জড় হইলেও চৈতন্য-নিকটে আসিয়া

চৈতন্য-সদৃশ হন ; তাই বলা হয়, প্রকৃতিই পুরুষকে গুণবান্ মত করেন।

যিনি শুধু জ্ঞান, শুধু প্রেম তাঁহাকে জ্ঞানময়, প্রেমময় করান এই প্রকৃতি। যাঁহার রূপ নাই, আকার নাই, তাঁহাকে রূপবান্ করেন, আকারবান্ করেন এই প্রকৃতি।

প্রকৃতি দ্বারা পুরুষে গুণের আরোপ হয়, আবার পুরুষ দ্বারা প্রকৃতিতে চৈতন্যের আরোপ হয়। যিনি "আপনিই আপনি" তিনি গুণময়ীর গুণে গুণান্বিত হন—আর স্বচ্ছ অথচ অচেতন যে গুণময়ী প্রকৃতি, তিনি চেতনের নিকটে আসিয়া চেতনসদৃশ প্রতীত হন।

সত্তামাত্রাত্মক অব্যক্ত প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্য ভঙ্গ হইলে প্রথমেই সৃষ্টির অঙ্কুর স্বরূপ যে সাত্ত্বিক প্রকাশ ভাসে, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব বা মহান্—"প্রকৃতের্মহান্।" "অব্যক্তান্মহৎ।"

এই মহত্তত্ত্ব অব্যক্তের সাত্ত্বিক ব্যক্ত ভাব ; প্রকৃতির সাত্ত্বিক প্রকাশ। অব্যক্ত-প্রকৃতির কিঞ্চিৎ ব্যক্ত ভাব এই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহা প্রপঞ্চ জ্ঞানের বা মায়ার বা অজ্ঞানের প্রথম বিজৃম্ভণ স্বরূপ, স্বপ্ন মনোরথাদির অনুরূপ।

মহত্তত্ত্বের এক নাম মহামন—"মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" ইহা ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে। গুণক্ষোভ হইলে প্রথমে মহান্ প্রাদুর্ভূত হন। তদ্‌বৃত্তিভেদেও তাহাকে 'মহামন' বলিয়া জানিবে—"গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভুব হ। মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্‌বৃত্তিভেদতঃ"।

অব্যক্ত জগৎ, মহত্তত্ত্ব নামক সূক্ষ্ম জগতে প্রথম পরিণাম প্রাপ্ত হন। ইহাকে মহৎ বলা হয় এইজন্য যে, ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী সর্ব্বকার্য্যব্যাপক অন্য কোন তত্ত্ব নাই।

এই শরীরে বুদ্ধি এই মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধি যেমন নিশ্চয়াত্মিকা মহত্তত্ত্বও সেইরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশাত্মিকা বা জ্ঞানাত্মিকা। মহত্তত্ত্ব তবে হইল অব্যক্ত হইতে জগচ্চিত্র যে হইবে তাহারই সূক্ষ্ম রেখাপাত। প্রপঞ্চ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ইহা। বেদান্তমতে 'অজ্ঞানের জ্ঞান' ইহা। ভ্রমজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ইহা। "আপনিই আপনি" থাকিয়াও 'আর কিছু' ~~নাই~~ এই ভাব 'অজ্ঞানের জ্ঞান'। ইহার পূর্ব্বে "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্‌" অর্থাৎ স্বয়ং থাকিয়াও নিজ সঙ্কল্প শক্তিকে 'অন্য আর কিছু' ভাবনা করিয়া যে উল্লাস তাহাই 'অব্যক্ত অবস্থা' বা 'অজ্ঞান' বা 'মায়া'।

মহাপ্রলয়ে যখন স্থূলগুলি ধ্বংস হইয়া সূক্ষ্ম হইয়া যায়, সূক্ষ্মও ধ্বংস হইয়া মূল-কারণস্বরূপ অব্যক্ততে পরিণত হয়, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের শক্তিপুঞ্জ এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া পড়ে—যখন ইহারা আত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়, যখন ইহাদিগকে আছে বা নাই—এরূপ বলিবারও কেহ থাকে না—এই অবস্থাকে কেহ বলেন অব্যক্ত, কেহ বলেন তমঃ, কেহ বলেন প্রকৃতি, কেহ বলেন প্রধান, কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন বীজাবস্থা, কেহ বলেন জগৎযোন ইত্যাদি। এই অবস্থা যখন 'ঈশ্বরেচ্ছায়' দূর হইবার উপক্রম হয়—যখন প্রকৃতির সুষুপ্তি অবস্থা ভঙ্গ হইবার সময় হয়—যখন গুণসাম্যের ক্ষুব্ধভাব আসিবার কাল আইসে—যখন "অব্যক্তং ব্যঞ্জয়ন্নিদম্‌" অব্যক্ত জগৎ ব্যঞ্জনারূপে, সূক্ষ্ম

রেখাপাতরূপে প্রকাশ হইতে থাকেন—অব্যক্তই সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাকারে—সুষুপ্তি স্বপ্নবৎ—যখন ভাসিতে থাকেন—চিৎ যখন মায়াবচ্ছিন্ন অন্তর্য্যামী ঈশ্বর এবং তিনিই আবার সূক্ষ্ম সৃষ্টির কারণীভূত হিরণ্যগর্ভ অবস্থায় যখন আইসেন, তাহাকেই বলা হইতেছে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের রেখাপাতাঙ্কিত অনন্ত-আদি প্রকাশ। এইটি মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহামন বা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি-জীব বা সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর।

অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম সূক্ষ্ম প্রকাশ মহত্তত্ত্ব। "আপনিই আপনি" থাকিয়াও ঐ প্রকাশকে অহং বোধ করা অহঙ্কার। 'আমি অন্যরূপ' বোধ করাই 'অহঙ্কার'। মহত্তত্ত্বের প্রথম কার্য্য—'আমিই ইহা' বলিয়া অহং-স্থাপন—ইহাই 'অহঙ্কার'।

প্রকাশের আদি অবস্থা 'মহৎ' যখন 'এই আমি' এইরূপ অভিমান করিলেন—যখন অহঙ্কাররূপে সত্তালাভ করিলেন, তখনই সমষ্টি অহঙ্কার ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ করিলেন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় যে রূপরসাদি পঞ্চমহাভূত ইহারা উৎপন্ন হইলেন। অহং-অভিমানী মহান্ বা হিরণ্যগর্ভ সঙ্কল্প করিলেন, ভোগ করিব। তখন সত্ত্বপ্রবল অহঙ্কার যাহা, তাহাই হইল মন। রজঃপ্রবল অহঙ্কার যাহা, তাহাই হইল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশ। এবং তমঃ-প্রবল অহঙ্কার হইতে হইল তন্মাত্রাসমূহ। তন্মাত্রাগুলিকে বেদান্ত বলেন অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত। ইহারাই 'সূক্ষ্মভূত'।

অবিশেষ অবস্থাই 'তন্মাত্রা'। শ্রবণ করিব, দর্শন করিব—এই অবস্থাগুলি—এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলি 'তন্মাত্রা'। শ্রবণযোগ্য শব্দ, দর্শনযোগ্য রূপ ইত্যাদি অবস্থাই বিশেষ অবস্থা। এই

বিশেষ অবস্থাগুলিই শব্দ, স্থূলাকাশ ; রূপ, অগ্নি ইত্যাদি। এই গুলিই অবিশেষ তন্মাত্রার বিশেষ অবস্থারূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। তন্মাত্রাগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় কিন্তু শব্দাদি ইন্দ্রিয়াদির গোচর (গ্রাহ্য)। এই পর্য্যন্ত 'সূক্ষ্মসৃষ্টি'।

'তামস অহং' হইতে সুক্ষ্মতন্মাত্রা। ঐ তন্মাত্রা বা অণুসমূহের মিশ্রণকে পঞ্চীকরণ কহে। তদ্দারা স্থূল ভূতের সৃষ্টি হয়। স্থূল ভূতের গুণ রূপরসাদি পঞ্চবিষয়।

'আছি' এই টুকুর বোধ প্রথমেই হয়। তাহা হইতেই 'অহং'এর স্ফুরণ। ইহাই 'অহংতত্ত্ব'। এই অহংমধ্যে অনাদি সংস্কার সুপ্ত থাকে। অহং হইতেই সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি প্রকট হয়। "অহং বহুস্যাম্" এই ইচ্ছা জাগিবামাত্র সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক অহং হইতে তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইতে থাকে। ইচ্ছার পরেই কার্য্য। প্রথমেই 'অহং'-জ্ঞান, তৎপরেই "অহং বহু স্যাম্"-ইচ্ছা, তৎপরেই 'সৃষ্টি'-কার্য্য। জ্ঞান, ইচ্ছা, কার্য্য— ইহাদের সংশ্রব আছে।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

প্রাতঃকৃত্যম্

প্রাতঃকৃত্য না করিলে অন্যান্য নিত্য বা কাম্যাদি পূজায় অধিকার হয় না। অন্যান্য পূজা করিলে তাহার ফলও হয় না। ‘গৌতমীয় তন্ত্রে’ উক্ত হইয়াছে—“ইদানীং পূর্ব্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে। যৎ কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিষু। যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকং প্রতিপদ্যতে॥” অর্থাৎ শ্রীসদাশিব ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে দেবেশি! যাহা করিলে মন্ত্রজপ, যন্ত্র-পূজন ও প্রতিমা পূজা প্রভৃতিতে অধিকার লাভ হয় এবং যাহা না করিলে মন্ত্রজপাদিতে ফললাভ হয় না, উল্টা নরকে পতন হয়, সেই পূর্ব্বকৃত্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে করণীয় প্রাতঃকৃত্যের বিষয় প্রসঙ্গবশ অধুনা আমি তোমাকে বলিতেছি। ‘যামলে’ও কথিত হইয়াছে—“প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতো যজেৎ। নিষ্ফলং তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচ-হীনা যথা ক্রিয়া॥” অর্থাৎ প্রাতঃকৃত্য না করিয়া পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

নিদ্রাত্যাগের পর উত্তর, পূর্ব্ব অথবা শ্রীগুরুর অভিমুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়াই প্রাতঃকৃত্য করিতে হয়। পরন্তু যদি মল-মূত্রত্যাগের বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অগ্রে বিন্মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া সেই অপবিত্র বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নীচে আসনে বসিয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। মলমূত্রের বেগ ধারণ করিতে নাই। মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে নানা ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। মলত্যাগের পর

উত্তমরূপে জল-শৌচ করিয়া মৃত্তিকাশৌচ করিবে। নখে মাটি প্রবেশ করিলে তৃণাদি দ্বারা বাহির করিবে। জুতা পায়ে দিয়া মলত্যাগ করিবে না। মলত্যাগের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবে। যদি কেহ দৈবাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের ৯৬ মিনিট পূর্ব্ব হইতে ৪৮ মিনিট পূর্ব্বের মধ্যে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে * উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরেও ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। কারণ প্রাতঃকৃত্য না করিলে সন্ধ্যা বা পূজাদিতে অধিকারই হয় না। সূর্য্যোদয়ের সময় বা পরে ঐ পতিত প্রাতঃকৃত্য করিতে হইলে প্রথমতঃ দশবার শ্রীগুরুমন্ত্র (ঐং গুরবে নমঃ) অথবা ইষ্টগায়ত্রী জপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মুখ্য কয়েকটি গায়ত্রী নিম্নে লিখিত হইল—

কালী-গায়ত্রী—(নমঃ) "কালিকায়ৈ † বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি। তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥" অর্থ—কালিকাকে [শ্রীগুরুর উপদেশে] আমরা জানি, শ্মশানবাসিনীকে (অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্মে

---

* "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরানৃষীন্।"—বামনপুরাণ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেবতা ও ঋষিগণকে স্মরণ করিবে। "রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ। স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে॥"—সুমন্ত। অর্থাৎ দিনমানকে ও রাত্রিমানকে ৩০ ভাগ করিলে, এক এক ভাগকে 'মুহূর্ত্ত' বলে। ৪৮ মিনিটে এক মুহূর্ত্ত হয়। রাত্রির শেষ প্রহরে যে দুই মুহূর্ত্ত, তাহাদের প্রথম মুহূর্ত্তের নাম 'ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত'। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত (৪৮ মিনিট) অরুণোদয় অথবা রৌদ্রমুহূর্ত্ত "উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ" (আহ্নিক তত্ত্ব)। [মুহূর্ত্ত = ঘটিকা = দণ্ডদ্বয়।]

† অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী। কালিকাকে হৃদয়ে ধরিয়া। এইরূপ সর্ব্বত্র।

শক্তিরূপে বাস করেন তাঁহাকে) আমরা ধ্যান করি। এই জ্ঞান ও ধ্যান আমাদিগকে ঘোর সংসারে [সুপথে] প্রেরণ করুক। ['শ্ম'-শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ 'শানং' শয়নমুচ্যতে। নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদঃ॥ মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে। শেরতেঽত্র শবো ভূত্বা শ্মশানন্ত ততো ভবেৎ॥" (স্কন্দপুরাণ)। অর্থ—'শ্ম' শব্দের অর্থ শব (মৃতদেহ), 'শান' শব্দের অর্থ শয়ন। হে মুনে! শব্দার্থজ্ঞাতৃগণ শ্মশান শব্দের এইরূপ অর্থই নিশ্চয় করিয়া থাকেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে মহাভূতসমূহ শব হইয়া পরম ব্রহ্মে শয়ন করে (লীন হইয়া যায়), এই কারণে পরব্রহ্মের এক নাম 'শ্মশান']।

দুর্গা-গায়ত্রী—(নমো) "নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥" অর্থ—নারায়ণীকে (শ্রীগুরুর উপদেশে) আমরা জানি, দুর্গাকে (অর্থাৎ যিনি জীবের সকল দুঃখ, দুর্গতি নাশ করেন তাহাকে আমরা ধ্যান করি। গৌরী আমাদিগকে সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে প্রেরণ করুন।

তারার গায়ত্রী—(নমঃ) "তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥"

শিবের গায়ত্রী—(নমঃ) "তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥"

গণেশের গায়ত্রী—(নমঃ) "তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥"

সূর্য্যের গায়ত্রী—(নমঃ) "আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি। তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥"

বিষ্ণুর ও কৃষ্ণের গায়ত্রী—(নমঃ) "ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

গোপালের গায়ত্রী—(নমঃ) "কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

রামের গায়ত্রী—(নমো) * "দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি। তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

মানসিক স্নান

প্রথমেই 'মানসিক স্নান' করিবে। শ্রীগুরুদেবের ধ্যান দ্বারাও মানসিক স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিজ শিরোভাগে শ্রীগুরুদেবের দীক্ষাকালিক প্রশান্ত রূপ ধ্যান করিবে, মানসভাবে তাঁহার শ্রীচরণ জল দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করিতে থাকিবে এবং ভাবনা করিবে যেন তাঁহার শ্রীপাদধৌত জল তোমার মস্তকে পতিত হইয়া, তোমার সমস্ত শরীর প্লাবিত করিয়া, তোমার সকল দেহমল বিধৌত করিয়া, তোমাকে পবিত্র করিয়া দিতেছে,—তোমার মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে যেন সেই পরম পবিত্র জল তোমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তোমার অন্তঃস্থলপর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া দিতেছে, তোমার সূক্ষ্মশরীর-সংলগ্ন পাপের সংস্কারসমূহকে বিধৌত করিয়া তোমার সূক্ষ্মশরীরকে শুদ্ধ করিয়া দিতেছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগুরুর ধ্যান

শ্রীগুরুদেবের এইরূপে ধ্যান করিবে। নিজ মস্তকাভ্যন্তরে ঊর্দ্ধমুখ শ্বেতবর্ণ অনন্তদল কমল চিন্তা করিবে, এবং তদুপরি দ্বিনেত্র

* 'নমঃ' স্থানে দ্বিজাতিরা 'ওঁ' বলিবেন।

ও দ্বিভুজবিশিষ্ট অখিলসিদ্ধিদাতা শ্রীগুরুরূপ পরমাত্মাকে নিজাসনে উপবিষ্ট জ্ঞান করিবে; তিনি সাধকের নিমিত্ত এক হাতে বর-মুদ্রা ও অপর হস্তে অভয়-মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি দিব্য বসন পরিহিত; তাঁহার শ্রীশরীর দিব্য চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, এবং তিনি গলদেশে দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি প্রশান্তবদন; তাঁহার মুখকমল ঘনীভূত কৃপারস দ্বারা সিক্ত ও ঈষৎহাস্যযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীগুরুদেবের ধ্যানমন্ত্র—"ঐঁ ধ্যায়েৎ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। দিব্যাম্বরপরিধানং দিব্যমাল্যানুলেপনম্॥ বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্। স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্ট-দায়কম্॥" অথবা

"ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্॥"

শ্রীগুরুদেবকে এইরূপে ধ্যান করিয়া (মানসনেত্রে দেখিয়া) পঞ্চোপচারে তাঁহার মানস-পূজা করিবে।

শ্রীগুরুর পঞ্চোপচার-মানসপূজা

পরিচিত ভাবের সাহায্যেই উপাসনা আরম্ভ করিতে হয়। আত্মসমর্পণই প্রকৃত পূজা। কিন্তু আত্মার যথার্থ জ্ঞান এখন আমাদের নাই, আমরা দেহকেই এখন আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এই কারণে, যাহাকে এখন আত্মা বলিয়া বুঝি, তাহাই শ্রীগুরুচরণে সমর্পণ করিতে হইবে। আমাদের দেহ পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চ

ভূত-দ্বারা গঠিত; ইহা—ক্ষিতি (পৃথ্বীতত্ত্ব), অপ্ (জলতত্ত্ব), তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব-দ্বারা নির্ম্মিত। আমরা এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের অংশগুলি এক একটি করিয়া শ্রীগুরুচরণে সমর্পণ করিব। প্রথমে পৃথ্বী অংশকে গন্ধ-রূপে কল্পনা করিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাকে মনে মনে বল,—হে প্রভো! আমার শরীরের যাহা পার্থিব অংশ, তাহাই গন্ধরূপে কল্পনা করিয়া আপনার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন—(উভয়হস্ত-কনিষ্ঠাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন শিরসি) **"লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ ॥"**

আকাশ তত্ত্বকে পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে এইরূপে প্রার্থনা কর,—হে প্রভো! আমার শরীরের যাহা আকাশ অংশ, তাহা পুষ্পরূপে আপনার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন,—(উভয়হস্ত-অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীযোগেন শিরসি) **"হং আকাশাত্মকং পুষ্পং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ ॥"**

এইরূপে বায়ু অংশকে ধূপরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা কর,—হে প্রভো! আমার শরীরের যাহা বায়ুতত্ত্ব, তাহা ধূপরূপে আপনার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপা পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন,—উভয়হস্ত-তর্জ্জনীভ্যামঙ্গুষ্ঠযোগেন) **"যং বায়্বাত্মকং ধূপং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ ॥"**

তেজতত্ত্বকে দীপরূপে কল্পনা করিয়া এইরূপে প্রার্থনা কর,—হে প্রভো! আমার শরীরের যাহা তেজ অংশ, তাহা দীপরূপে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ

করুন,—(উভয়হস্ত-মধ্যমাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন শিরসি) "রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ ॥"

জলতত্ত্বকে নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিয়া প্রার্থনা কর,—হে প্রভো! আমার শরীরের যাহা জল অংশ, তাহা নৈবেদ্যরূপে আপনার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন,—(উভয়হস্ত-অনামিকাভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠযোগেন শিরসি) "বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ ॥"

এইরূপে তাম্বুল সমর্পণ করিয়া বল,—(মস্তকে কৃতাঞ্জলিঃ) "ঐঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি' ঐঁ গুরবে নমঃ ॥"

এইভাবে নিজের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সমর্পণ করিয়া বল,—'মম পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ।'

পঞ্চপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বল,—'মম পঞ্চপ্রাণান্ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ!'

পঞ্চমন সমর্পণ করিয়া বল,—'মম পঞ্চমনাংসি শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ।'

বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া বল,—'মম বুদ্ধিং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ।'

চিত্ত সমর্পণ করিয়া বল,— 'মম চিত্তং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ।'

অহংকার সমর্পণ করিয়া বল,—'মম অহংকারং শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি, ঐঁ গুরবে নমঃ।'

এইরূপে শ্রীগুরুচরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া বল,—আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ, আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আমার প্রাণ, মন, চিত্ত,

আমার অহংকার, আমার বুদ্ধি,—সবই তোমাকে দিলাম ; আমার জীবাত্মাকেও তোমাকে দিলাম ; হে গুরুদেব ! আর 'আমার' বলিবার কিছু রাখিলাম না, আমার সব তোমাকে দিয়া 'তোমার' হইলাম—'তুমি' হইলাম।

এই বলিয়া নিজেকে অ-শরীরী চৈতন্যস্বরূপ শ্রীগুরুদেবরূপ ভাবনা করিতে করিতে, যতক্ষণ সম্ভব হয়, মনে মনেও কোন কথা না বলিয়া, চুপচাপ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবে।

ইহাই প্রকৃত পূজা ; ইহাই প্রকৃত উপাসনা ; ইহাই প্রকৃত আত্মসমর্পণ ; ইহাই প্রকৃত নমস্কার, প্রকৃত নমো-ভাব। নমঃ— 'ন মম', আমার কিছু নয়, সকলই তোমার, আমিও তোমার ; তোমার শ্রীচরণরূপ অনন্ত সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্‌রূপ আমার অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিলাম, আমার পৃথক্ অস্তিত্ব আর রহিল না। ইহাও প্রকৃত অদ্বৈতভাব।

পরে 'ঐঁ গুরবে নমঃ' ১০ বার, 'ঐঁ পরমগুরবে নমঃ' ৩ বার, এবং 'ঐঁ পরাপরগুরবে নমঃ' ৩ বার জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ করিবে,—"ঐঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥" বলিয়া।

পরে প্রণাম করিবে,—

"নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতম্ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া 'প্রাতঃস্মরণস্তোত্র' পাঠ করিবে :—

ব্রহ্মা মুরারি-স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতু, কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥১
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥৩
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥৪
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥৫

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়স্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥৬
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী ॥
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যা-ন্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥৭
গণেশো গাণপত্যানাং সৌরাণাং ত্বং হি ভাস্করঃ।
শাক্তানাং শক্তিরাদ্যা চ শৈবানাঞ্চ সদাশিবঃ ॥
বৈষ্ণবাণাং মহাবিষ্ণু-রাত্মরূপোঽসি যোগিনাম্।
জ্ঞানিনাং সর্ব্বরূপস্ত্বং তুভ্যং নমো নটেশায় ॥৮
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥৯
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি,-র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥১০
প্রাতঃপ্রভৃতিসায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্ ॥১১
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥১২

এই স্তোত্র পাঠের পর কৃতাঞ্জলি হইয়া পৃথ্বীমাতাকে নমস্কার করিবে, যথা—(নমঃ) "সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥ ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা। তেন সত্যেন মাং পাহি পাশান্মোচয় ধারিণি ॥"

তারপর (নমঃ) "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ"—এই বলিয়া শ্বাসানুযায়ী চরণ ভূমিতে স্পর্শ করিবে এবং হাতস্পর্শদ্বারা পৃথ্বীমাতাকে নমস্কারপূর্ব্বক গৃহের বাহির হইবে। পরে পূর্ব্ব-মুখ হইয়া—'শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, নবগ্রহেভ্যো নমঃ, দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, সর্ব্বদেবদেবীভ্যো নমঃ, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, শ্রীগুরুভ্যো নমঃ' বলিয়া যোড়হাতে নমস্কার করিয়া শৌচাদির জন্য যাইবে।

দিবাভাগে ও উভয়সন্ধ্যায় উত্তরমুখে বসিয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখী হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে এবং থু থু ফেলিবে না। মলমূত্র-ত্যাগ-কালে কথা কহিতে নাই। পথে, ঘাটে, গোষ্ঠে, হলকৃষ্ট ভূমিতে, জলে, চিতায়, ভস্মোপরি, দেবালয়ে, উইঢিপিতে, গর্ত্তে, দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে, পুকুরের ধারে, নদীতীরে এবং পূজ্যপদার্থের অভিমুখীন হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই। [পূজ্যপদার্থ=মন্দির, সূর্য্য, চন্দ্র, যজ্ঞশালা, নদী, গো প্রভৃতি।]

মূষিকোত্থিত, উইঢিপির, কীটাদিযুক্ত, হলদ্বারা উত্থিত, জলের নীচস্থ বা শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা শৌচে ব্যবহার করিবে না।

মলমূত্র-ত্যাগের পর শৌচান্তে দন্তধাবন করিবার সময় "ক্লীং কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় নমঃ"—এই মন্ত্র মনে মনে জপ করিবে। দন্তকাষ্ঠ, অথবা ঘুঁটের ছাই, কয়লার গুঁড়া বা এঁটেল মাটি দিয়া দন্ত মার্জ্জন করিয়া মুখ ধুইবে। শুরকি, ঢিল ও পাথরের গুঁড়া নিষিদ্ধ। দন্তমার্জ্জনে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিই ব্যবহার্য্য, অন্য অঙ্গুলী নিষিদ্ধ—"ইষ্টকা-লোষ্ট্র-পাষাণৈ-রিতরাঙ্গুলিভিস্তথা। ত্যক্ত্বা চানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য। খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তেঁতুল, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, যজ্ঞডুমুর, করবী,

অর্ক ও অর্জ্জুন—এই সকল বৃক্ষের নবীন, মৃতুল, সরল, সত্বক্, কীট ও অগ্নিদ্বারা অদূষিত, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা, দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ কাষ্ঠ দন্তধাবনে প্রশস্ত। দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, উপবাস (ব্রত) ও জন্মদিনে এবং অজীর্ণ হইলে দাঁতন করিবে না। দন্তকাষ্ঠ কিম্বা দন্তমঞ্জনের অভাবে অথবা নিষিদ্ধ দিনে ১২ বার কুলি করিলেই মুখশুদ্ধি হয়। দন্তধাবনসময়ে প্রণাম করিতে নাই। দন্তধাবনের পর জিব-ছোলা কর্ত্তব্য।

স্নান

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নানের সময়। প্রাতঃস্নান না করিলে দৈব ও পিতৃ-ক্রিয়ার অধিকার হয় না। একবস্ত্রে স্নান করিতে নাই ; গামছা থাকা আবশ্যক। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গা মুছিবে না। স্নানের পর মাথা কাঁপাইবে না। স্নানবস্ত্র জলে নিংড়াইবে না। স্নানে অশক্ত হইলে আর্দ্র বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে। জননাশৌচ, মরণাশৌচ, সংক্রান্তি, জন্মদিন ও অশুচিস্পর্শে গরম জলে স্নান নিষিদ্ধ। শরীর সুস্থ থাকিলে ও সহ্য হইলে প্রত্যহই স্নান করিবে।

প্রথমে দক্ষিণ হাতে জল নিয়া বলিবে, 'শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ অদ্য মমেষ্ট-দেবপ্রীতয়ে স্নানময়ং করিষ্যে।' পরে "নমো নারায়ণায়"—এই মন্ত্রে জল আলোড়িত করিয়া জলমধ্যে একহস্তপরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তাহাতে অঙ্কুশমুদ্রায় তীর্থ আবাহন করিবে,—

"ক্রোং গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে,—"ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥" পরে গঙ্গাতেই হউক বা অন্য জলাশয়েই হউক, এইরূপে গঙ্গাকে আবাহন করিবে,—"আবাহয়ামি ত্বাং দেবি, স্নানার্থমিহ সুন্দরি। ত্রাহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থ-সমন্বিতে॥ নমো বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥ শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি। অমৃতেনাম্বুনাদেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥"

নদীতে স্রোতের অভিমুখে দাঁড়াইয়া, পুকুরে পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া ডুব দিবে। তোলা জলে—সূর্য্যাভিমুখে বসিয়া মস্তকে জল দিতে হয়।

স্নানান্তে পাঠ্য

(নমো) গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥ * ২

স্নানান্তে গঙ্গার স্তবপাঠ ও প্রণাম করিবে।

---

* 'পাপঃ অহং'=আমি পাপযুক্ত (পূর্ব্বে পাপ করিয়াছি, তাই গর্ভযাতনা ভোগ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি), 'পাপকর্ম্মা অহং'—আমি এখনও পাপকর্ম্ম করিতেছি, 'পাপাত্মা'—পাপেই আমার মতি, 'পাপসম্ভবঃ'—পাপহেতুই আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমাকে রক্ষা কর। আমার সর্ব্বপাপহরণকারী হও। [নিজের অখণ্ডচৈতন্যসত্তাকে ভুলিয়া থাকাই পাপ।]

তিলক-ধারণ

যথাবিধি স্নান সমাপন করিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জলাশয়-তীরেই হউক অথবা গৃহে আসিয়াই হউক তিলক ধারণ করিবে।

ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে। পরিধেয় বস্ত্র জানুর নিম্নভাগে পতিত হওয়া চাই। ছিন্ন, সেলাই করা, অন্যের পরিহিত, (পরকীয়), মলিন, দগ্ধ, রজকধৌত, কীট-মূষিকাদিদ্বারা ছিদ্রীকৃত, নীলবর্ণ বা কালপেড়ে বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জামা গায়ে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম (পূজাদি) করিবে না। রাত্রিবাস এবং যে বস্ত্র পরিয়া মৈথুন ও মলমূত্রত্যাগ করা হয়, তাহা অপবিত্র। না ধুইয়া ঐ সকল বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। "কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্। মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"—অঙ্গিরা। "যাবচ্চ রাত্রিবাসোঽস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ। তস্মাদ্ যত্নেন তৎ ত্যাজ্যমাদৌ শুদ্ধিমভীপ্সতা ॥"—দক্ষ। "কর্ম্ম কুর্য্যান্ন কঞ্চুকী"।—স্মৃতি। কিন্তু ক্ষৌম ও লোমজ বস্ত্র (তসর, গরদ, কম্বল প্রভৃতি) ঝাড়িয়া লইলেই শুদ্ধ হয়, এবং কীটদষ্টাদি হইলেও চলিতে পারে। অতএব, ধর্ম্মকর্ম্মে পট্টবস্ত্রই শ্রেয়ঃ। সূতী বস্ত্র ধোওয়া ও সাদাই প্রশস্ত। পরন্তু পরিহিত সূতী বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই অপবিত্র হয়। তান্ত্রিককার্য্যে রক্তবস্ত্র প্রশস্ত।

স্নানান্তে মৃত্তিকাদ্বারা, হোমান্তে ভস্ম দ্বারা এবং পূজান্তে চন্দন দ্বারা তিলক করা বিহিত। গোপীচন্দন, কুমকুম, চন্দন, তুলসীকাষ্ঠ, তুলসীমূল মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা অথবা অভাবে কেবল জলের দ্বারা তিলক করা বিধেয়। নাসিকার তৃতীয় ভাগ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত

দশ অঙ্গুলি-পরিমাণ দীর্ঘ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই সর্ব্বোত্তম। পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া তিলকধারণ কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠা ব্যতিরেকে দক্ষিণ হস্তের অন্য যে কোন অঙ্গুলি দ্বারা, যাহাতে নখস্পৃষ্ট না হয় এরূপে, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া পরে অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে (মৃগমুদ্রায়) ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিতে হয়।

ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ বিধেয়। ক্ষত্রিয় ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কেবল ত্রিপুণ্ড্র (তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি) ধারণ করিবে। বৈশ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র (একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি) ধারণ করিবে এবং স্ত্রী ও শূদ্র কেবলমাত্র একটি বর্ত্তুল (গোলাকৃতি) অথবা বর্ত্তুলাকার বিন্দু ধারণ করিবে।—ইহাই স্মৃতির ব্যবস্থা। যথা—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ড্রকম্। অর্দ্ধচন্দ্রন্তু বৈশ্যস্য বর্ত্তুলং শূদ্রজাতিষু॥" মস্তকে, কণ্ঠে, ললাটে, দক্ষিণ বাহুমূলে ও বাম বাহুমূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে ও পৃষ্ঠে এক-একটি, এবং দুই পার্শ্বে দুই-দুইটি ফোঁটা দিয়া তিলক ধারণ করিতে হয়। সধবারা মৃত্তিকার তিলক করিবেন না; কপালে সিন্দূরের টিপ দিবেন। পরন্তু জাতিনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবমাত্রেই 'হরিমন্দির' নামে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন। "দণ্ডাকারং দ্বিরেখং যত্তিলকং মূলকোণকম্। মধ্যচ্ছিদ্রন্তু তৎপ্রাহুরূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরম্॥" মধ্যের ঐ ছিদ্রকে 'হরিমন্দির' বলে।

যাঁহার পিতা জীবিত আছেন তিনি কেবলমাত্র ললাটে তিলক ধারণ করিবেন।

তিলক-ধারণের মন্ত্র

(নমঃ) কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্য-মায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

(চন্দনতিলক-ধারণ মন্ত্র)

(নমঃ) কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্য-মতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম ॥

যদি কেহ জলাশয়েই সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, তাহা হইলে তিনি জলদ্বারাই তিলক করিবেন। যথা—"জলেস্থিত্বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জলেন তিলকঙ্করেৎ।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।

॥ ইতি প্রাতঃকৃত্যম্ ॥

(৩)

উদ্ধারোপায়ঃ

সংসারমোহনাশায় শাব্দবোধো নহি ক্ষমঃ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপবর্ত্তিনা॥
প্রজ্ঞাহীনস্য পঠনং অন্ধস্য দর্পণং যথা।
দেবি! প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥
প্রত্যক্ষ-গ্রহণং নাস্তি বার্ত্তয়া গ্রহণং কুতঃ।
এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়া স্তে দূরস্থা ন নংশয়ঃ॥
যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি! ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥
ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তি র্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে॥
আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্॥
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥
তৎ কর্ম্ম যন্ন বদ্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যাঽন্যা শিল্পনৈপুণ্যম্॥
যাবদ্দেহাভিমানঞ্চ মমতা যাবদেব হি।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ॥
তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্ববস্থাসু সর্ব্বদা।
তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদ্দেবি যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞান-সুপুষ্পস্য স্বর্গলোক-ফলস্য চ।
তাপত্রয়ার্ত্তিসংতপ্তশ্ছায়াংমোক্ষতরোঃ শ্রয়েৎ॥
—কুলার্ণবতন্ত্রে, পঞ্চমখণ্ডে, প্রথমোল্লাসে।

(৪)

অদ্বৈতস্থিতি-সাধনা

সৃষ্টির্নাস্তি জগন্নাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরঃ।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাস্যতে ব্রহ্মসত্তয়া॥
যথা স্তিমিতগম্ভীরে জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্বীচি র্ন বস্তু সলিলেতরৎ॥
তথা হি পূর্ণচৈতন্যে মায়য়া দৃশ্যতে জগৎ।
ন তরঙ্গো জলাদ্ভিন্নো ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্ন হি॥
চৈতন্যং বিশ্বরূপেণ ভাসতে মায়য়া তথা।
কিঞ্চিদ্ভবতি নো সত্যং স্বপ্নকর্ম্মেব নিদ্রয়া॥
যাবন্নিদ্রা ঋতং তাবৎ তথাঽজ্ঞানাদিদং জগৎ।
ন মায়া কুরুতে কিঞ্চিন্মায়াবী ন করোত্যনু।
ইন্দ্রজালসমং সর্ব্বং বদ্ধদৃষ্টিং প্রপশ্যতি॥
অজ্ঞানজনবোধার্থং বাহ্যদৃষ্ট্যা শ্রুতীরিতম্।
বালানাং প্রীতয়ে যদ্বৎ ধাত্রী জল্পতি কল্পিতম্॥
—শান্তি-গীতাসু।

ব্যোম্নি গন্ধর্ব্ব-নগরং যথা দৃষ্টং ন দৃশ্যতে।
অনাদ্যবিদ্যয়া বিশ্বং সর্ব্বং ময্যেব কল্প্যতে॥
মম স্বরূপজ্ঞানেন যদাঽবিদ্যা প্রণশ্যতি।
তদৈক এব বর্ত্তেঽহং মনোবাচা-মগোচরঃ॥
সদৈব পরমানন্দঃ স্বপ্রকাশশ্চিদাত্মকঃ।
ন কালঃ পঞ্চভূতানি ন দিশো বিদিশশ্চ ন।
মদন্যন্নাস্তি যৎকিঞ্চিত্তদা বর্ত্তেঽহমেকলঃ॥
—যোগবাসিষ্ঠে উঃ ৬৫তম অধ্যায়ে।

(৫)

সারসাধনা

স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন-পরিগ্রহঃ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গ-মিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয়॥
প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ।
চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥
সর্গ-স্থিতি-বিনাশানাং জগৎ বৃক্ষস্য কারণম্।
লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণাদি প্রজাঃ সৃজতি সর্ব্বদা॥
কামক্রোধাদি-পুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদি-কন্যকাঃ।
মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং স্বৈর্গুণৈর্বিভুম্॥

কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা॥
শুদ্ধোঽপ্যাত্মা যয়া যুক্তো পশ্যতীব সদাবহিঃ।
বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণ-বিমোহিতঃ॥
যদা সদ্গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা।
নিবৃত্তদৃষ্টি-রাত্মানং পশ্যত্যেব সদাস্ফুটম্॥
জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
প্রকৃতেরন্য-মাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যতি॥
—(অধ্যাত্মরামায়ণে)।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥
অপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দ-তৎপরঃ।
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাৎ হৃদয়ে বাথবা বহিঃ॥
সবিকল্পো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি।
দৃশ্যশব্দানুভেদেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা॥
কামাদ্যাশ্চিত্তগা দৃশ্যা স্তৎসাক্ষিত্বেন চেতনম্।
ধ্যায়েৎ দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥
অখণ্ডঃ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥
স্বানুভূতিরসাবেশাৎ দৃশ্যশব্দাদ্যপেক্ষিতুঃ।
নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিত-দীপবৎ॥

হৃদীব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি।
সমাধিরাদ্যঃ সন্মাত্রান্নামরূপ-পৃথক্কৃতিঃ ॥
স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাৎ তৃতীয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ।
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্ভির্নয়েৎ কালং নিরন্তরম্ ॥
দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥
ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো ন হি।
ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

—শ্রীসরস্বতীরহস্যোপনিষদি।

(৬)

সাধন ও সিদ্ধি-গীতা

১। কর্ম্মযোগ।

[কর্ম্মপ্রণালী]

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যে-দকর্ম্মণঃ ॥৩।৮
তস্মা-দসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমা-প্নোতি পুরুষঃ ॥৩।১৯
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্য-সিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥২।৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণ-মন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥২।৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥২।৫০
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ॥১৮।৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্ব-মিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥১৮।৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্না-প্নোতি কিল্বিষম্ ॥১৮।৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ॥১৮।৪৮

[কর্ম্মসিদ্ধির লক্ষণ]

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা ॥৪।২৪
[ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মণ্যপি সমগ্রাণি ভাসন্তী-বেতি ভাবয় ॥
—যোগশিখোপনিষৎ।
কর্ম্ম ব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥
—জীবন্মুক্তিগীতা।]

২। ভক্তিযোগ।

[ভজনপ্রণালী]

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি-মাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্য-নন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি-মব্যয়ম্ ॥৯।১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৯।১৪

জ্ঞান-যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মা-মুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥৯।১৫
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রা-রূঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥
১৮।৬২
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮।৬৬

[ভক্তিসিদ্ধির লক্ষণ]

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ-সুখঃ ক্ষমী ॥১২।১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত-মনো-বুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১২।১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষা-মর্ষ-ভয়ো-দ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ সঃ চ মে প্রিয়ঃ ॥১২।১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১২।১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভা-শুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১২।১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানা-পমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ ॥১২।১৮

তুল্য-নিন্দা-স্তুতি র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১২।১৯

৩। জ্ঞানযোগ

[জ্ঞান-সাধন]

অমানিত্ব-মদম্ভিত্ব-মহিংসা ক্ষান্তি-রার্জ্জবম্।
আচার্য্যো-পাসনং শৌচং স্থৈর্য্য-মাত্মবিনিগ্রহঃ ॥১৩।৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য-মনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষা-নুদর্শনম্ ॥১৩।৮
অসক্তি-রনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্ব-মিষ্টো-নিষ্টো-পপত্তিষু ॥১৩।৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তি-রব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশ-সেবিত্ব-মরতি র্জনসংসদি ॥১৩।১০
অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্-জ্ঞান-মিতি প্রোক্ত-মজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১৩।১১

[জ্ঞানসিদ্ধির লক্ষণ]

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবা-ত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ স্তদোচ্যতে ॥২।৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধী মুনি-রুচ্যতে ॥২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রা-নভিস্নেহ স্তত্তৎপ্রাপ্য শুভা-শুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।

ইন্দ্রিয়ানী-ন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৫৮
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহ-মেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥১৪।২২
উদাসীন-বদাসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥১৪।২৩
সমদুঃখ-সুখঃ স্বস্থঃ সম-লোষ্টা-শ্ম-কাঞ্চনঃ।
তুল্য-প্রিয়া-প্রিয়ো ধীর স্তুল্য-নিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ ॥১৪।২৪
মানাপ-মানয়ো স্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারি-পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥১৪।২৫
মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতী-ত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪।২৬

(৭)

পঞ্চদশশ্লোকী পঞ্চদশী

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥১॥

—অজ্ঞানাচ্ছন্ন দুঃখী লোকসকল, অনিত্য স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদি ঐহিক সুখ কামনা করিয়া সংসারে নিমগ্ন হউক,—পরন্তু, পরমানন্দে পরিপূর্ণ কৃতকৃত্য সুতৃপ্ত আমি আর কি ইচ্ছা করিয়া সাংসারিক ভোগে আসক্ত হইব? —(তৃপ্তিদীপ, ২৫৪)॥

অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥২॥

—স্বর্গাদি-ফলভোগ-কামনা-পরায়ণ মনুষ্যগণ শ্রৌতস্মার্ত্ত যজ্ঞ-কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকুক,—পরন্তু, সর্ব্বত্রাত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী আমি আর কি নিমিত্ত কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব ? ২৫৫॥

ব্যাচক্ষতাস্তে শাস্ত্রাণি বেদা-নধ্যাপয়ন্তু বা।
যেঽত্রা-ধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ ॥৩॥

—যিনি যে শাস্ত্রবিষয়ে অধিকারী, তিনি তদ্বিষয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন, অথবা যিনি যে বেদে অধিকারী, তিনি সেই বেদ অধ্যাপনা করুন,—পরন্তু, জ্ঞানপরিপাকহেতু অক্রিয় আমি, আমার আর পঠন, পাঠন কিছুতেই অধিকার নাই ॥ ২৫৬ ॥

নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যা-দন্যকল্পনাৎ ॥৪॥

—স্বরূপতঃ আমি দেহনির্ব্বাহার্থ নিদ্রা অথবা ভিক্ষাটন ইচ্ছা করি না, কিম্বা পরলোকার্থ স্নান অথবা শৌচাদিরও আচরণ করি না। ইহা সত্ত্বেও যদি অন্য লোকে আমাতে এ সকল কল্পনা করে, তাহা হইলে সেই অন্যের কল্পনাতে আমার কি অনিষ্ট হইবে ? ২৫৭॥

গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা।
নান্যারোপিত-সংসারধর্ম্মা-নেবমহং ভজে ॥৫॥

—একত্রস্থিত গুঞ্জাসমূহকে দূর হইতে লোকে অগ্নি জ্ঞান করিলেও যেমন তাহা দহন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ অপরে আমাতে সংসার-ধর্ম্ম আরোপ করিলেও, তাহাতে আমি সংসারী হইয়া যাইব না ॥২৫৮॥

শৃণ্বন্ত্ব-জ্ঞাততত্ত্বা-স্তে জানন্ কস্মা-চ্ছৃণো-ম্যহম্।
মন্যন্তাং সংশয়াপন্না ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥৬॥

—ব্রহ্মাত্মৈকলক্ষণ-তত্ত্বজ্ঞানহীনেরা তত্ত্বসাক্ষাৎকারার্থ শ্রবণাদি সাধন অনুষ্ঠান করুক, অভেদাত্মবুদ্ধিদ্বারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়া কি নিমিত্ত আমি আর শ্রবণাদি করিব? তত্ত্ববিষয়ে সংশয়াপন্ন লোক মনন-সাধন করুক, তত্ত্ববিষয়ে সংশয়রহিত আমি আর কি নিমিত্ত মনন করিব? ২৫৯॥

বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যান-মবিপর্য্যয়ে।
দেহাত্মত্ব-বিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্ ॥৭॥

—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয়জ্ঞানীরা বিপর্য্যয়বুদ্ধি-নিরাসার্থ নিদিধ্যাসন করুক, বিপরীতজ্ঞানরহিত আমি আর কি নিমিত্ত নিদিধ্যাসন করিব? দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ যে বিপরীতজ্ঞান, তাহা আর আমি আলোচনা করি না ॥২৬০॥

প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্ম্মক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যে-দ্ধ্যান-সহস্রতঃ ॥৮॥

—বিপর্য্যয়জ্ঞান ব্যতিরেকেও চিরকালের অভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ ইচ্ছারহিত ভাবে প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে জ্ঞানীদিগেরও কখন কখন 'আমি মনুষ্য' এ প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে ব্যবহারও নিবৃত্ত হয়, নতুবা প্রারব্ধকর্ম্মসত্ত্বে সহস্র সহস্র ধ্যানদ্বারাও তাহা নিবারিত হইবার নহে ॥ ॥২৬২॥

বিরলত্বং ব্যবহৃতে-রিষ্টঞ্চেৎ ধ্যান-মস্ত তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ ॥৯॥

—ব্যবহারকে জ্ঞানের বিরোধী ভাবিয়া যদি তাহার শৈথিল্য অভিপ্রায়ে ধ্যানসাধনই তোমার অভীষ্ট হয়, তবে তাহা তোমার

কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উক্ত ব্যবহারকে জ্ঞানের অবিরোধী দেখিয়া আমি কেন আর ধ্যানসাধন করিব ? ২৬৩ ॥

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥১০॥

—যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোনও প্রকার বিক্ষেপ নাই, সেই কারণে সমাধি অভ্যাস করিবার আমার প্রয়োজন নাই। মন, অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে সমাহিত না থাকিয়া বিকারী থাকিলেই বিক্ষেপ অথবা সমাধি ধর্ম্মে অনুগত হয় অর্থাৎ বিক্ষেপ বা সমাধি বিকারী মনের ধর্ম্ম ॥২৬৪॥

নিত্যানুভবরূপস্য কো মেহত্রানুভবঃ পৃথক্।
কৃত্যং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥১১॥

—ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ পরম জ্ঞানানুভব দ্বারা নিত্য অনুভবরূপ যে আমি, সেই আমার আর পৃথক্ অনুভব কোথায় ? আমার কেবল এইমাত্র নিশ্চয় যে, নিত্যানন্দলাভহেতু আমি কৃতকৃত্য ॥২৬৫॥

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়োহপ্যন্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তু-রলেপস্য যথাহরব্ধং প্রবর্ত্ততাম্ ॥১২॥

—অকর্ত্তা, নির্লেপস্বরূপ যে আমি, প্রারব্ধবশতঃ ভিক্ষা-আহারাদি লৌকিক বা জপধ্যানাদি শাস্ত্রীয় অথবা প্রতিবিদ্ধ-হিংসাদি অন্য যে কোন ব্যবহার আমার হউক, তাহাতে আমার কোন হানি নাই ॥২৬৬॥

অথবা কৃতকৃত্যোপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েনৈব মার্গেণ বর্ত্তেহহং কা মম ক্ষতিঃ ॥১৩॥

—অথবা নিত্যসুখপ্রাপ্তিপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়াও লোকানুগ্রহ-বাসনায় আমি শাস্ত্রীয় ব্যবহারেই প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি ? ২৬৭॥

দেবার্চ্চন-স্নান-শৌচ-ভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়-মস্তকম্ ॥
বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপিকারয়ে ॥১৪॥

—আমার শরীর দেবপূজা, স্নান, শৌচাচার, ভিক্ষাটন প্রভৃতিতে প্রবৃত্তই হউক ; বাগিন্দ্রিয় প্রণবজপে বা উপনিষৎপাঠে নিবিষ্টই হউক ; মন বিষ্ণুকে ধ্যান করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক ; আমি এ সকল কার্য্যে সাক্ষীমাত্র, আমি আর কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না, কাহাকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তও করি না ॥২৬৮,২৬৯ ॥

য এব-মতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে।
নিবৃত্ত্যা বা প্রবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতয়াস্ত কিম্ ॥ ১৫ ॥

—যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যদ্বারাও প্রবল-পরাক্রান্ত ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান হইতে কোনমতে বিযুক্ত না হন, তাঁহার দেহাদিগত নিবৃত্তি বা প্রবত্তিদ্বারা আর কি ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে ?

[তৃপ্তিদীপ, ২৮২]

[উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলি 'অবধূতোপনিষদে' দৃষ্ট হয়।]

ওঁ তৎসৎ ওঁ

[সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থ]

হৃদয়-বেদনা

(আমি) বাহিরের আলো দেখি গো বলিয়া,
(আমার) হৃদয়ের আলো নিভেছে।
(আমি) বাহিরের রূপে মজি গো বলিয়া,
(আমার) ভিতরের রূপ ঢেকেছে।
(আমি) বাহিরের রসে পাগল হই তাই,
(আমার) অন্তরের সুধা শুখেছে।
(আমি) বাহিরের ধ্বনি শুনি গো বলিয়া,
(আমার) অন্তরের ধ্বনি থেমেছে।
[(তোমার) নূপুরের ধ্বনি থেমেছে]
(আমি) বাহির পরশে অবশ হই তাই,
তোমার পরশ গিয়েছে।
(আমি) বাহির গন্ধে আকুল হয়েছি,
(তাই) তোমার গন্ধ মিটেছে।

পরমারাধ্য অনিকেত শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ-লিখিত ও লিখীয়মান

গ্রন্থাবলীর তালিকা ঃ

(ক) বাঙ্গালা

১। সাধন-সহায় ৩৲
২। 'সাধন-সহায়' পরিশিষ্ট ১৲
৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ॥০
৪। সমন্বয় ॥০
৫। ভক্তি ও জ্ঞান ॥০
৬। দীক্ষাতত্ত্ব-বিচার ১৲
৭। জগতের মূলকারণ ৩৲
৮। মৃত্যুর পরের অবস্থা ২৲
৯। বিচার-ধারা ২৲
১০। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ ২৲
১১। প্রবন্ধ-রত্নাবলী ২৲
১২। তত্ত্ব-নিরূপণ ১৲
১৩। শৈবদর্শন ৵০
১৪। কলিকালে পশুবলি নিষিদ্ধ ৵০
১৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত ১৲

(খ) হিন্দী

১৬। সন্ধ্যাবিধিঃ ॥০
১৭। বলিবৈশ্বদেববিধিঃ ।০
১৮। আত্মপ্রসঙ্গ ২৲
১৯। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ২৲
২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ('মুমুক্ষুবোধিকা'-সংস্কৃত ব্যাখ্যাসমেত) ৪৲

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীবিষ্ণুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৪নং কাঁসারিপাড়া রোড,
কলিকাতা—২৫

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী
৮৮নং যতীনদাস্ রোড,
কলিকাতা—২৯

শ্রীশিশিরকুমার সুর
২৩নং মিডল রোড, এণ্টালী, কলিকাতা—১৪